ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 August, 2024 ■ আগরতলা ১ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১৬ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাফল্য আসছে ঃ আইজি

আন্তঃসীমান্ত অপরাধ ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বহুমুখী কৌশল গ্রহণ বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। বিএসএফ ত্রিপুরা আন্তঃসীমান্ত অপরাধ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে পাচার বাণিজ্যে ও অনুপ্রবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সীমান্তে সেনা বাড়ানো হয়েছে। নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং অত্যাধুনিক পরিষেবা এবং ড্রোন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস(আইপিএস, আইজি, বিএসএফ ত্রিপুরা) সমস্ত ফিল্ড কমান্ডারদের গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করা এবং ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর, জিআরপি, আরপিএফ, কাস্টমস, আরআই, বন বিভাগ এবং অন্যান্য সহকারী সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং সীমান্ত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সীমান্ত এবং অন্তঃপুর উভয়স্থানেই যৌথ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিএসএফ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভগিনী সংস্থাগুলির সাথে যৌথ অভিযানগুলি অন্তঃপুরে পরিচালিত হচ্ছে এবং ত্রিপুরা পুলিশ এবং টি এস আর একসাথে রেলওয়ে স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, আন্তঃরাজ্য চেকপোস্ট ইত্যাদিতে মোবাইল চেকপোস্ট স্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতির কারণে, বিএসএফ ক্রমাগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিজিবির সাথে নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, আইজি বিএসএফ- অঞ্চল কমান্ডার স্তরের সম্মেলন ছাড়াও, ৪টি কমান্ড্যান্ট স্তরের পতাকা বৈঠক এবং বিজিবির সাথে ১৫০কোম্পানি কমান্ডার/বিওপি স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যেসব সীমান্ত এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলোতে বিএসএফ ও বিজিবি যৌথভাবে বিশেষ সমন্বিত টহল চালিয়ে আধিপত্য বিস্তার করছে এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এ ধরনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনগনের পাশে কেন্দ্র সরকার ঃ শাহ

ওয়ানাড়ে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ১৫৮, নিখোঁজ এখনও ১৯১ জন, চলছে উদ্ধারকাজ

ওয়ানাড, ৩১ জুলাই (হি.স.)।। কেরলের ওয়ানাড়ে ভয়াবহ ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বুধবার দুপুর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫৮-তে পৌঁছেছে। এখনও অনেকেই পাথর, কাদামাটির স্তুপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়েছেন ১২৮ জনের বেশি মানুষ। এই বিপর্যয়ের আবহেই ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, বৃষ্টি এখনই থামছে না কেরলে। আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, ওয়ানাড, কান্নুর এবং কাসারগোড জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, জারি করা হয়েছে "কমলা" সতর্কতা। এছাড়াও পাথানামথিট্টা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, ত্রিশুর এবং পালাক্কাদের জন্য "হলুদ" সতর্কতা জারি করা হয়েছে।তবে, বুধবার সকাল থেকে সেভাবে বৃষ্টি হয়নি, তাই উদ্ধারকাজ চলছে জোরকদমে। পুলিশ, প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনাবাহিনী। বায়ুসেনা বাহিনীর হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হচ্ছে। বুধবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল উদ্ধার অভিযান।প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে, মুন্ডাক্কাই, চূড়ামালা, আট্টামালা এবং নুলপুঢ়া গ্রাম। বহু মানুষ নদীতে ভেসে গেছেন বলে আশঙ্কা করা হছে। ভয়ঙ্কর এই বিপর্যয়ে বিপুল প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য গভীর শোক প্রকাশ করে কেরলে বুধবার থেকে দু"দিন শোক পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার ভোররাতে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে কেরলের ওয়ানাড জেলায়। বিস্তীর্ণ এলাকা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এক হাজারের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এদিন পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।

ভয়াবহ ভূমিধসে বিপর্যস্ত কেরলের ওয়ানাড। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা, এই সময়ে কেরলের জনগণকে আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কেরলের জনগণের পাশে রয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।অমিত শাহ বলেছেন, 'আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধান ডাকঘরে আগুন

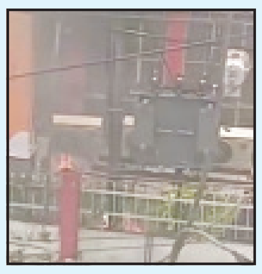

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল আগরতলার প্রধান ডাকঘর। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আচমকাই আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা ঘটনাসলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। ওই ঘটনায় গোটা পোস্ট অফিস এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

জানা গিয়েছে, প্রধান ডাকঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আচমকা আগুনের লেগে যায়। ফলে ট্রান্সফরমারটি ফেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওইএলাকার লোকজন সহ ডাকঘরের কর্মীরা আগুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলেঙ্গার রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নিলেন জিষ্ণু দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই ।। বুধবার তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জিষ্ণু দেববর্মা। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বুধবার রাজ্য ত্যাগ করেছেন সকালে। বিমানে তিনি আগরতলা থেকে হায়দ্রাবাদে পৌঁছেন। সেখানকার বিমানবন্দরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

তেলেঙ্গানায় পৌঁছার পর গার্ড অফ অনার এর মাধ্যমে তেলেঙ্গানা রাজ্যে বরণ করা হয়েছে রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মাকে। সেখান থেকে নবনিযুক্ত রাজ্যপাল চলে যান সেখানকার রাজভবনে।

তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অলোক আরাদ্ধে রাজভবনে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে জিষ্ণু দেববর্মাকে শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি, বিধানসভা পরিষদের চেয়ারম্যান গুট্টা সুখেন্দর রেড্ডি, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভাট্টি বিক্রমার্ক মাল্লু, বিভিন্ন রাজ্যমন্ত্রী, বিধায়ক, এমএলসি এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য নির্বাচনের নামে একটা প্রহসন চলছে ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই।। বুধবার দুপুর ২টায় বটরশির একটি খালি জায়গায় ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতে জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এক নির্বাচনী জনসভা করলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ সম্পাদক চয়ন ভট্টাচার্য, প্রদেশ যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইন্দ্রজিত পাল, বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা কেবল কান্তি নন্দী এবং সভাপতিত্ব করেন রিটায়ার্ড পুলিশ পারসন সুরঞ্জন নাথ।

সুদীপ রায় বর্মন বলেন, এদিনের এই সভায় আসন্ন ত্রিস্তরীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মাঠে নামার আহবান জানিয়েছেন। তিনি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে পড়েছে।

তাই উত্তর জেলার এবং ঊনকোটি জেলার মানুষ চিকিৎসার জন্য শিলচর আসাম বা মেঘালয় পাড়ি দিচ্ছে।

রাজ্যে নির্বাচনের নামে একটা প্রহসন চলছে। একের পর এক নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রশাসনে পরিণত হচ্ছে।

উত্তর জেলার প্রতিরোধের মুখে এখানে রাজ্যে যে ত্রিস্তরী নির্বাচন হচ্ছে তার জন্য যারা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের ধন্যবাদ জানান।

হাইকোর্ট বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে না অখিল ভারতীয় অধিভক্তা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছে না অখিল ভারতীয় অধিভক্তা পরিষদ। গতকাল অখিল ভারতীয় অধিভক্তা পরিষদের ত্রিপুরা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত রায় যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন অধিভক্তা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণ সম্পাদক সুব্রত রায়ের বিরুদ্ধে সংগঠন কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সংগঠনের কাউকে না জানিয়ে সুব্রত বাবু বলেছিলেন চারজন প্রার্থী নাকি অখিল ভারতীয় অধিভক্তা পরিষদ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু অখিল ভারতীয় অধিভক্তা পরিষদ কোন সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। তা স্পষ্ট করে দিলেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। এদিন পশ্চিম জেলা কোর্ট চত্বরে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।এদিকে সুব্রত রায় বলেন সংগঠনের যারা মেম্বার রয়েছেন তারা নির্বাচনে লড়াই করতে পারেন। সংগঠন সরাসরিভাবে কোন দলকে সমর্থন না করলেও মেম্বাররা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে কথা বলে চারজনের নাম মনোনয়নের জন্য জমা দিয়েছেন। তিনি অবৈধ কোন কিছুই করেননি বলে দাবি সুব্রত রায়ের। এই ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে অখিল ভারতীয় অধিভক্তা পরিষদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মানের জন্য রেলমন্ত্রীকে চিঠি সুশান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। লামডিং- সাবরুম রেল ট্র্যাক ডাবল লাইন রেল ট্র্যাকে রূপান্তরিত করার জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি দিলেন রাজ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, লামডিং-সাব্রুম রুটের বিদ্যমান এক লাইন রেল ট্র্যাককে ডাবল লাইন রেল ট্র্যাকে রূপান্তর করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে, লামডিং থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ট্র্যাকটি একক লাইন, যা এক্সপ্রেস এবং লোকাল উভয় ট্রেনের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই শিশু সহ ৮ বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। আবারও ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে এম বি বি বিমানবন্দর থেকে দুই শিশু সহ আটজন বাংলাদেশী মহিলা নাগরিক আটক করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এই বিষয়ে আটককৃত বাংলাদেশী মহিলা নাগরিকরা জানিয়েছেন, তারা নারায়নপুর সীমান্ত দিয়ে কতিপয় ভারতীয় দালাল বিমলের মাধ্যমে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন। তারা মাথা পিছু ১২ হাজার টাকা দিয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডট কমের যুগেও...

কুসংস্কারে ভর করে আতঙ্কগ্রস্থ এডিসি ভিলেজের বৃন্দামাটিলার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ জুলাই।। বিজ্ঞান প্রযুক্তির এতটা উন্নতি সত্বেও মানুষ এখনো এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বিশেষ করে জনজাতি এলাকাগুলিতে এই কুসংস্কার অনেকটাই সক্রিয়। কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে একে অন্যের ক্ষতি করতেও পিছপা হন না। কুসংস্কারের বশে মানুষকে জীবনও দিতে হয়।

এই ধরনের একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এলো বিলোনিয়া মহকুমার বিলোনিয়া থানাধীন গাবুরছড়া এডিসি ভিলেজের বৃন্দামাটিলা এলাকায়। জনজাতি অধ্যুষিত এই এলাকাটি বিগত প্রায় তিন মাস ধরে গভীর আতঙ্কে ভুগছে এলাকার জনগণ। সমস্যা একটাই নারী পুরুষ সকলে গোপনাঙ্গ ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ ব্যথা অনুভব করছে একই সাথে মহিলাদের স্তন ও ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকার মানুষের বক্তব্য এলাকায় তাবিজ করা হয়েছে এবং বালুপড়া দিয়ে এলাকাকে নষ্ট করেছে। এই বিষয়টি আসামের এক তান্ত্রিক ওঝা এলাকাবাসীকে বলেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে কারা করেছে তাই এলাকায় এই সমস্যা হচ্ছে। এই সন্দেহে এলাকা থেকে দুটি পরিবারকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়েছে। একটি পরিবারের বর্তমানে খোঁজ নেই, আরেকটি জনজাতি পরিবার পাহাড় থেকে সমতলে এসে বাঙালি পরিবারে আশ্রয় নিয়ে অর্ধাহার অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

এলাকার স্কুল বিগত প্রায় তিন মাস ধরে বন্ধ শিক্ষক শিক্ষিকারা গেলেও ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ যাচ্ছে না। সকলেই অজানা আতঙ্কে ভুগছে। অনেকের দাবি এলাকা থেকে তাবিজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ২৮৯◻ ১ আগস্ট ২০২৪ ইং◻ ১৬ শ্রাবণ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সংরক্ষণ হোক আর্থ সামাজিক ভিত্তিতে

বাংলাদেশ সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন আমাদের দেশেও নানাভাবে প্রভাব ফেলিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আমাদের দেশেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়া নানা বিতর্ক দানা বাধিতেছে। এই সমস্যা সমাধানে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরী। সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়া প্রতিবেশী বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ঝড় বইয়া গিয়াছে। সেই আন্দোলন হিংসাত্মক চেহারা নিঢয়া সংঘর্ষের ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় প্রাণহানি ঘটিয়াছে শতাধিক ।ভারতের বুকেও বিভিন্ন রাজ্যে চলিতেছে চাকরিতে সংরক্ষণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন দেশের সংবিধানে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ সহ সরকারি চাকরিতে মোট ৫৬ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। তেমনই স্বাধীন ভারতের সংবিধানও আর্থ-সামাজিকভাবে পিছাইয়া পড়া তপশিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য সরকারি চাকরিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখে। পরবর্তীকালে আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছাইয়া থাকা অন্যান্য অংশের মধ্যেও সংরক্ষণের দাবি জোরালো হইতে থাকে। তাহার জেরে চালু হয় ওবিসি'র জন্যও সংরক্ষণ ।এইভাবে সরকারি চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাড়িতে থাকিলে সংরক্ষণের বাইরের অংশের মধ্যে ক্ষোভ জমিতে থাকে। সেই ক্ষোভ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলিতে শুরু করিলে সংরক্ষণের হার আরও বাড়িতে থাকে। এক সময় সুপ্রিম কোর্ট সংরক্ষণের ঊর্ধসীমা ৫০ শতাংশে বাধিয়া দেয়। অর্থাৎ সব মিলাইয়া কোনওভাবেই ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ রাখা চলিবে না।ইদানিং আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার গণ্ডি ছাড়াইয়া সংরক্ষণের দাবি প্রাদেশিকতার সীমানার মধ্যেও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে দাবি উঠিতেছে ভূমিপুত্রদের জন্য শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এমনকি সেই দাবির মধ্যে বেসরকারি চাকরিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে । বিভিন্ন রাজ্য সরকার সরকারি-বেসরকাসরকারি-বেসরকারী সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের মানুষের জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতেছে । বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা এবং কর্নাটকে অনুরূপ রাজ্য সংরক্ষণ নির্ধারণ করিয়া আইন করা হ ইয়াছে। ২০১৯ সালে অন্ধ্রের তৈরি করা আইনে এবং ২০২০ সালে হরিয়ানার আইনে রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। ২০২৩ সালে পাশ হওয়া ঝাড়খণ্ডের বিলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরিতে রাজ্যের মানুষের জন্য ১০০ শাতংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে এই বিল এখনও কার্যকর করিবার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। হরিয়ানার আইনটিতে ইতিমধ্যে সে রাজ্যের হাইকোর্ট আটকাইয়া দিয়াছে। অন্ধ্রের আইনটিও হাইকোর্টে বিচারাধীন। অন্ধ্র, হরিয়না, ঝাড়খণ্ড থেকে কর্নাটকের আইনটি অনেকটাই ভিন্ন। এখানে রাজ্যের বাসিন্দার পাশাপাশি আবার কন্নড় মাধ্যমে স্কুল শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। আর এই সংরক্ষণের আওতায় আনা হইয়াছে বেসরকারি চাকরিকেও। তাহাতেই ঘোরতর আপত্তি উঠিয়াছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ সমাজের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া জনগণকে আর্থসামাজিক দিক দিয়া সামনের দিকে তুলিয়া আনিবার লক্ষ্যেই সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্থান রাখিয়াছিলেন। দশ বছরের মধ্যেই যাহাতে পিছিয়ে পড়া জনগণ সামনের সারিতে উঠিয়া আসিতে পারে তাহাও বলা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া ১০ বছর অন্তর অন্তর তাহা বৃদ্ধি করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা যে

তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। জাতিভিত্তিক সম্প্রদায় ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু না করিয়া অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করলে ইহা অধিক ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হচ্ছে রাজ্যপালদের সম্মেলন, চলবে ২ ও ৩ আগস্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামী শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হওয়া রাজ্যপালদের দু"দিনের সম্মেলনে পৌরহিত্য করবেন। এই সম্মেলনটি রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে রাজ্যপালদের প্রথম সম্মেলন হতে চলেছে। সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপালরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।এছাড়াও উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী; কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ; কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান; উপজাতি বিষয়ক; কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; এবং যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া; নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিইও এবং পিএমও, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, এমএইচএ এবং অন্যান্য মন্ত্রকের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও অংশ নেবেন।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা; হিমাচলে মার খাচ্ছে আপেল চাষ, ক্ষতি বিপুল

শিমলা, ৩১ জুলাই (হি.স.): আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় হিমাচল প্রদেশে মার খাচ্ছে আপেল চাষ। ক্ষতির মুখে আপেল চাষিরা, ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। উদ্যান পালন বিভাগ জানিয়েছে এপ্রিলের পর থেকে হিমাচল প্রদেশ জুড়ে অস্বাভাবিক আবহাওয়ার কারণে প্রায় ১৩৯ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। মোট ক্ষতির মধ্যে শুধুমাত্র শিমলা জেলায় প্রায় ১২৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।কখনও বৃষ্টি, কখনও শিলাবৃষ্টি আবার কখনও অনাবৃষ্টি। আর তাতেই এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে চাষিদের। প্রসঙ্গত, এই মরশুমে অনাবৃষ্টির কারণে আপেলের ফলনের সর্বোচ্চ ক্ষতি হয়েছে, এ বছর জুন ও জুলাই মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। বিলাসপুর জেলায় ৪.৫ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে, তবে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে শিমলায়।গেছে, যা সিমলা জেলার পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কুল্লু জেলায় তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩.৩৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার বৈরিতার কারণে বেশ কিছু ফলের গুণগত ও পরিমাণগত ক্ষতির কারণে মোট ৩৪,৮০৬ জন উদ্যানতত্ত্ববিদ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরাখণ্ডে, উত্তর ভারতের সর্বত্রই হবে বৃষ্টিপাত

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): দিল্লি, পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি, হরিয়ানা ও চন্ডীগড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ১ আগস্ট পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে এবং ২ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ২ ও ৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। ১ আগস্ট কোঙ্কন ও গোয়ায় ভারী বৃষ্টি হবে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহজুড়ে জম্মুতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়াও আইএমডি জানিয়েছে, ১ আগস্ট পর্যন্ত ওড়িশায়, ১ থেকে ২ আগস্ট ছত্তিশগড় ও ১ আগস্ট পর্যন্ত নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।মধ্য মহারাষ্ট্রে আগামী ৩ আগস্ট ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

মনোরোগ গবেষকদের অনুসন্ধান পদ্ধতি

অরুণিমা রায়

মাথার মধ্যে কী ঘটছে আর তার বহিঃপ্রকাশ কী, এই দুইয়ের সম্পর্ক আজও ধোঁয়াটে। তবে এই অন্ধকারে হাতড়ানোর কিছু সরঞ্জাম এখন তৈরী হয়েছে। স্বাভাবিক মস্তিষ্ক কোথায় শেষ হয়ে অস্বাভাবিকতা শুরু হয়, একই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েও কিছু মানুষের মানসিক রোগ দেখা দেয় আর কিছু মানুষ সুস্থ থাকে এরকমটা কেন, এইসব প্রশ্ন এখন আর একদম ধরাছোঁয়ার বাইরে নেই। অন্তত গবেষকরা এই নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেন। অনেক রহস্য উপন্যাস থাকে যেখানে শুরুতেই কেউ একটা বেপাত্তা হয়ে যায়। তারপর, গল্পের মাঝামাঝি এসে তার লাশ পাওয়া যায়। দেখা যায়, মার্ডার কেস। পুলিশের টনক নড়ে। আমাদের গোয়েন্দা কিন্তু শুরু থেকেই এমনটা হবে আঁচ করে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যা বলছিলো, লাশ পাওয়া যেতে সেটাই হাতেনাতে প্রমাণিত হয়।

মনোরোগ গবেষণা নামক রহস্য উপন্যাসে এমন হাতেনাতে প্রমাণ খুবই দুর্লভ। উল্টে মনে হয়, চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় তীর ছুঁড়তে হবে যেখানে নিশানাটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জানি না কী খুঁজছি, এটাও জানা নেই আদৌ কিছু সমস্যা রয়েছে কিনা। মনোরোগবিদ্যা বা সাইকিয়াট্রিতে ধাঁধা কিন্তু অনেক। প্রথমত, মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা প্রায় কিছুই বুঝি না। কয়েকটা সোজাসাপ্টা কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয়, তার কিছু ঝলকমাত্র পেতে শুরু করেছি। যেমন, কোনো বস্তু চোখে পড়লে মাথার মধ্যে কি ঘটে, মনে রাখি কিভাবে, পথ খুঁজে নিই কিভাবে, এইরকম কিছু প্রক্রিয়া। এর থেকে জন্মায় দ্বিতীয় সমস্যাটা মানসিক অসুখের সংজ্ঞা দেওয়া। যখন এটাই বুঝিনা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপ কিরকম, তখন অস্বাভাবিক কাকে বলবো সেটা স্পষ্ট করা মোটেই সহজ নয়। আর শেষের সমস্যাটা মাপজোখ-সংক্রান্ত। আমাদের হাতে এমন কোনো যন্ত্র নেই যাতে মানসিক স্বাস্থ্য বা মস্তিষ্কের কার্যকলাপের তারতম্য মাপা যায়। এই শেষের সমস্যাটা, অর্থাৎ মগজের ক্রিয়াকলাপ মাপার সমস্যা, এর জন্যেই সব গবেষণা থমকে দাঁড়িয়েছে। একটা প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে মাপতে পারা যে নিতান্তই প্রয়োজন। রোগীদের কাছে রোগের বর্ণনা এতই যখন বাধা, গবেষকরা এগোন কিভাবে? এই পরিমাপ করার অসুবিধেটা পার হওয়ার কিছু পদ্ধতি বেরিয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো সরাসরি প্রশ্ন করা। হয় মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নয়তো একটা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে জনৈক ব্যক্তির জবাব থেকে নির্ণয় করা হয় তিনি কী ভাবনাচিন্তা বা অনুভব করছেন। অনেক সময় তাঁর আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক, সহকর্মী বা বন্ধুদের কাছেও মতামত চাওয়া হয়। এইসব উত্তরের ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার একটা রেটিং দেওয়া হয়ে থাকে, তাই একে রেটিং স্কেল-ও বলে। এরকম একটা প্রশ্নের তালিকা এখানে পাবেন। প্রশ্নগুলো সাধারণত তৈরী করা হয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং তারপর পরখ করে দেখা হয়। এই পদ্ধতিটা যদিও অবজেক্টিভ নয়, তবু মোটের ওপর সেই ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার একটা ছবি পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে মনোরোগের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে রোগটাকে চট করে চেনা যায়।

গবেষকরা মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে বা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে তার জবাব থেকে ভাবনাচিন্তার প্যাটার্ন নির্ণয় করেন। আরেক ধরণের পদ্ধতিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা কাগজে-কলমে বা কম্পিউটারে কিছু পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। পরীক্ষাগুলো বিশেষ বিশেষ কিছু মানসিক ক্ষমতাকে সংখ্যায় মাপার চেষ্টা করে। যেমন স্মৃতিশক্তি, প্রতিক্রিয়ার সময় (রিঅ্যাকশন টাইম), এক কাজ থেকে আরেকটাতে চট করে যেতে পারা (কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি), এইরকম কিছু ক্ষমতা। অনেকে এইরকম কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা দিলে একগুচ্ছ স্কোর পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবথেকে কম আর বেশি স্কোরগুলোকে নিয়ে বলা হয়, এইটা হলো স্বাভাবিক ক্ষমতার সীমারেখা। ডাক্তারখানায় রোগী এলে অসুখ নির্ণয় করতে রোগীর সেই ক্ষমতাগুলোকে এই সীমারেখার সাথে তুলনা করা হয়। তাহলেই বোঝা যায়, কোন ক্ষমতায় কতটা গড়বড় হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে মস্তিষ্ক স্ক্যান করার প্রযুক্তি বেরিয়েছে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের থ্রী-ডি ছবি পাওয়া যায়, তার বিভিন্ন কানেকশন সমেত। এক্ষেত্রে গবেষকদের কাছে কিছু বিকল্প রয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত স্ক্যানিং পদ্ধতি হলো ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং বা ঞ্চট্টজ্জ। এতে মস্তিষ্কে কাটাছেঁড়া করতে হয়না আর কোনো পার্শ প্রতিক্রিয়াও হয়না। চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আর বেতার তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভিতরের খুঁটিনাটির ছবি তোলা হয়। বয়েসের সাথে সাথে মস্তিষ্কের বিকাশ কিংবা রোগ বা চিকিৎসার পর মস্তিষ্কের পরিবর্তন, সবই ধরা পড়ে আগে-পরের MRI ছবিতে।

রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা যায় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয়। MRI-এর এক জাতভাই আছে: ফাঙ্কশনাল ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং, সংক্ষেপে fMRI। এখানে রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা হয় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয় (নিচের ছবিটি দেখুন)। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু

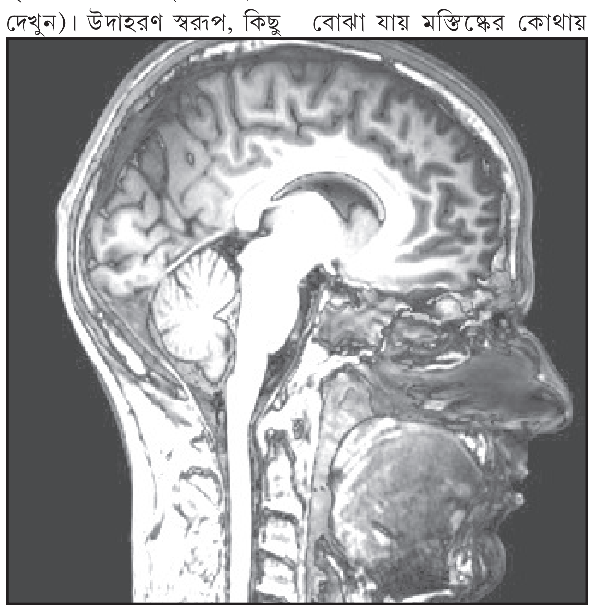

গবেষণায় MRI-এ দেখা গেছে যে বিশ্রামের সময় অর্থাৎ যখন মাথা খাটাচ্ছি না, রক্ত চলাচলের একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে ১। সেই প্যাটার্ন থেকে সরে আসা মানেই মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ হিসেবে ভাবা যায়। শুধু তাই না, অসুখটা যে কী, সেটাও fMRI থেকে চেনা সম্ভব। উপরোক্ত কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা আর এই fMRI, দুইয়ে মিলিয়ে এটাও বোঝা সম্ভব বিশেষ বিশেষ কাজ করতে দিলে মস্তিষ্কের কোনখানগুলো সচল হচ্ছে। একে বলে টাস্ক-বেসড fMRI। এর মাধ্যমে আমরা মস্তিষ্কের কিছু সার্কিট চিহ্নিত করতে পেরেছি। যেমন, এটা বুঝতে পেরেছি মনঃসংযোগ করতে গেলে মস্তিষ্কের কোনখানগুলো সজাগ হয়।

স্ক্যানিং পদ্ধতি রয়েছে তবে সেগুলো MRI-এর মতো পরিচিত নয়। যেমন, ডিফিউশন টেনসর ইমেজিং বা DTI। এই পদ্ধতিতে স্নায়বিক কোষে জলের ব্যাপন বা ডিফিউশন-এর থেকে মস্তিষ্কের একটা ছবি পাওয়া যায়। জল স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য বরাবর অনেক তাড়াতাড়ি যায়, প্রস্থ বরাবরের তুলনায়। এই ডিফিউশন-এর হারের তফাৎ থেকেই স্নায়ুকোষ কতটা লম্বা, কোথায় শেষ হচ্ছে, ইত্যাদি মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। তারপর আছে পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি বা PET। দেহের যে অংশটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, সেখানে ইনজেকশন-এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয় তেজস্ক্রিয় অণু। সেগুলো মগজে এসে পৌঁছলে তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ স্ক্যানার-এ ধরা যায় এবং বোঝা যায় মস্তিষ্কের কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে অণুগুলো। এক অর্থে, এই অণুগুলোর মাধ্যমে রক্ত চলাচল বা শক্তি শোষণ-এর পথের মানচিত্র পাওয়া যায়।

রোগে পড়ার প্রবণতা কোনো ব্যক্তি-র মনোরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কতটা, সেটা নিয়েও প্রশ্ন কম নয়। কিছু লোক দিব্যি সুস্থ থাকে আর কিছু লোকের মানসিক স্বাস্থ্য বেগড়বাই করে, এরকমটা কেন? আর যাদের মানসিক অসুখ দেখা দেয়, তাদের মধ্যেও একদল কিভাবে অসুখের মোকাবিলা করে সুস্থ হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে মনোরোগ গবেষণার একটা বিভাগ রয়েছে: সাইকিয়াট্রিক জেনেটিক্স। এতে দেখা হয় ডিএনএ-র রকমফেরের সাথে মানসিক সমস্যার যোগসাজশ পাওয়া যায় কিনা। যেমন, অটিজম বা সিজোফ্রেনিয়া-তে বংশগতভাবে পাওয়া ডিএনএ-র কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। আবার অন্যদিকে ডিপ্রেশন-এর মতো অসুখে জেনেটিক তারতম্যের কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয়না। কিন্তু ডিএনএ-তে রোগের প্রবণতা না দেখা গেলেও রোগ হওয়া সম্ভব। একটু খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন এর জন্য সম্ভবত দায়ী ছোটবেলায় প্রতিকূল পরিবেশ। প্রতিকূলতা আসে বিভিন্নরূপে, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত রূপ হলো স্ট্রেস বা চাপ [২]। স্ট্রেস-এ ভুগলে পরবর্তীকালে ডিপ্রেশন (বিষণতা) কিংবা অ্যানসাইটি-র (দুশ্চিন্তা) শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন রয়েই যায়। প্রতিকূল পরিবেশে বড় হলেই যে মানসিক ব্যাধি জন্মাবে, এমনটাও তো নয়। কিছু লোকের ক্ষেত্রেই সেটা হয়। এর কারণ কী?

উত্তর দিতে আবার জেনেটিক্স-এ ফিরে যেতে হয়। কিছু বিশেষ জেনেটিক প্যাটার্ন থাকলে প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এগুলো পূর্বোক্ত প্যাটার্ন-এর থেকে আলাদা কারণ এরা এমনিতে অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয়না, খালি স্ট্রেস কিংবা দারিদ্র্যের মতো প্রতিকূল পরিবেশেই এদের প্রকোপ দেখা যায়। আবার এমন জেনেটিক প্যাটার্ন-ও চিহ্নিত করা যায় যেগুলো প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা বাড়ায় না, এমনকি অনেকসময় তার থেকে রক্ষা করে। এইসব যারা গবেষণা করে, তারা প্রশ্নভিত্তিক অনুসন্ধান আর জেনেটিক মনোরোগবিদ্যা, এই দু'ধরণের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করে চলে।

আরেকটা উঠতি গবেষণার বিষয় হলো এপিজেনেটিক্স। সব মানুষেরই একই ডিএনএ আছে, কিন্তু তাদের প্রকাশ ভিন্ন। ডিএনএ-র প্রকাশকে প্রভাবিত করে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যারা ডিএনএ-র মধ্যে নিহিত তথ্য অর্থাৎ জিন-কে অন বা অফ করে দিতে পারে (প্রক্রিয়াগুলো জেনেটিক ক্রমবিন্যাস-এর কোনো পরিবর্তন করে না)। কোন জিন অন রয়েছে আর কোনটা অফ, এর পরিবর্তন থেকে আমাদের চালচলন বা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হতে পারে এবং মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সংক্রান্ত গবেষণাকেই বলে এপিজেনেটিক্স।

এটা এখন মোটামুটি প্রমাণিত যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এপিজেনেটিক্স গবেষকদের দুটো প্রধান কাজ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কিভাবে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে আর সেই প্রক্রিয়াতে কী ধরণের পরিবর্তন হলে মানসিক রোগ দেখা দেয়।

উপসংহার

এই যে এতগুলো পদ্ধতির কথা বললাম, কোনোটাই কিন্তু অব্যর্থ নয়। এরা সবাই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটা মোটামুটি ছবি দিতে পারে। সত্যিই কী ঘটছে বুঝতে হলে মস্তিষ্কের টিস্যু-র নাগাল পেতে হবে, যেটা বেঁচে থাকতে সংগ্রহ করা মুশকিল। এর বিকল্প রয়েছে, যেমন মৃত্যু-পরবর্তী শব ব্যবচ্ছেদ কিংবা পশু মস্তিষ্কের উপর গবেষণা করা। বিকল্পগুলোর আবার নিজ নিজ সমস্যা রয়েছে। মৃত্যু-পরবর্তী টিসু যোগাড় করা শক্ত, সেগুলো গবেষণার উপযুক্ত মানের নাও হতে পারে এবং রোগের সাথে মস্তিষ্কের পরিবর্তন তাতে বোঝা যায়না। পশু মস্তিষ্ক স্নায়বিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করলেও মনোরোগবিদ্যাতে খুব একটা কার্যকরী হয়না। মানুষের মনের জটিলতা পশুমস্তিষ্ক-ভিত্তিক মডেলে ধরা যায়না, তাই মানুষের রোগও সেইসব মডেলের সিমুলেশন থেকে আসে না। তা সত্ত্বেও এইসব পদ্ধতিগুলো থেকে যে আমরা যা জানতে পারি, সেগুলো আখেরে কাজে লাগতে পারে। আশা করা যায়, সবকটা পদ্ধতি মিলিয়ে তবেই গোটা মস্তিষ্কের ছবিটা স্পষ্ট হবে।

বহু দশক ধরে মানসিক রোগের সামনে চিকিৎসক-গবেষক দু'দলই নাকাল হয়েছেন। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোকে সম্বল করে আমরা সমস্যাটার কিছু গতি করতে পেরেছি। এই যে পদ্ধতির তালিকা দিলাম, এটাই শেষ নয়। মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডে উঁকিঝুঁকি মারার আরো অনেক উপায় বার হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে নতুন পদ্ধতি খোঁজার। তাই মনোরোগবিদ্যার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আশাবাদী না হয়ে পারা যায় না।

নজরুলের মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিবেদন।। কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশে 'জাতীয় কবি' হয়েছেন। কিন্তু সাম্য, মানুষের মুক্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মতো তাঁর ভাববস্তু ও মূল্যবোধ থেকে আমরা কি ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি? স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভূত বাস্তবতা কি নজরুলকে আবারও খণ্ডিত করল? নজরুলজয়ন্তী সামনে রেখে এসব জিজ্ঞাসার অনুসন্ধান। :মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্বাধীনতার জন্য মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দাঁড়াতে হবেএই উপলব্ধি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম থেকেই ছিল। এই 'আত্মশক্তি' প্রপঞ্চটি তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমিও।

মানুষের প্রথম পরিচয় তার ব্যক্তিসত্তা। আমাদের প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিসত্তা আছে। এরপরই আসে জাতিসত্তার ব্যাপারটি। জাতিসত্তা যখন বিকশিত হয়, তখন তার একটা অভিন্ন অভিব্যক্তির ভাষা ও ভূমি থাকে। জাতীয়তার প্রথম উপকরণ হলো ভাষা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাই সারা পৃথিবীতে অগ্রগণ্য। আমরা বলি, বাঙালি বিকশিত হয়েছে হাজার বছর ধরে। বাংলা ভাষার পরিভ্রমণের ইতিহাস প্রায় ৯ হাজার বছরের। ফলে ভাষাভিত্তিক একটা গোষ্ঠীসত্তা সুদূর অতীত থেকেই আমাদের ছিল। আর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষে আমাদের যেসব যুক্তি, এর সবই নজরুল ইসলামের মধ্যে ছিল। বলা দরকার, কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কতগুলো সূচক বক্তব্য দিয়েছেন। 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, বাঙালি যেদিন এক হয়ে বলতে পারবে বাঙালির বাংলা, সেদিন সে অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালি একাই সেদিন ভারত স্বাধীন করবে। স্বাধীনতার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এই প্রবন্ধের শেষ দিকে নজরুল তার উপায় বাতলেছেন। তাঁর মত হলো, বাঙালিকে তার বীরসত্তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। দুই ধরনের দখলদার আছেআশপাশের ও বাইরের। তাদের বিতাড়িত করতে হবে। এ জন্য একটা যুদ্ধ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ দরকার।

অবিভক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের এই কথাগুলো মধ্যে প্রকারান্তরে স্থিত আছে বাঙালির লড়াকু চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব। কাজী নজরুল ইসলাম যে বাংলাদেশের জাতীয় কবি, আদতে তা তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবির জন্মদিনে তাঁকে এ দেশে নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তার পেছনেও এমন একটা যুক্তি আছে। শুধু তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশেই তাঁকে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয়। তিনি আমাদের মনে চেতনা-চিত্তে জাগ্রত।

কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থেকে উচ্চারণসবকিছুই ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাবনা গ্রহণ করেছিলেন বলেই 'জাতীয় কবি' হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে বরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে এনেছেন।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, কাজী নজরুল ইসলামকে এ দেশের জাতীয় কবি করার মধ্য দিয়ে আমরা একটা পরম্পরাকে অনুসরণ করেছি। স্বাধীনতা, বীরসত্তা, মুক্তিযুদ্ধনজরুলের কাছ থেকে এসব প্রণোদনা পেয়ে বাঙালিরা ১৯২৯ সালে আলবার্ট হলে এই বিদ্রোহী কবিকে বাঙালির 'জাতীয় কবি' ঘোষণা করেছিল। ইতিহাসের এ সত্যের আলোকে বলা যায়, আমরা যথার্থভাবেই এর পরম্পরাকে বহন করে এনেছি।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যেসব মূল্যবোধ আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তার সবকিছুই নজরুল-সাহিত্য বা নজরুলের মূল্যবোধের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তাঁকে আমরা জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছিলাম। তবে স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে এসে আজ যদি হিসাব করি, কতটা পৌঁছাতে পারলাম সেই মূল্যবোধের কাছে, খানিকটা হতাশায় আমরা যে নিমজ্জিত হবএ কথা সত্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত আগে থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে 'জয় বাংলা' শীর্ষক যে স্লোগান যুক্ত হলো, তার সঙ্গেও নজরুলের যোগ রয়েছে। 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায় নজরুল প্রথম 'জয় বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাই বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডে নজরুলই যে জাতীয় কবি হবেন, এ যেন ঐতিহাসিকভাবেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমানসবার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক স্বাধীনতার কথা নজরুল বলেছেন। তাঁর আগে খুব কম বাঙালিই নারী-পুরুষের সমতা ও স্বাধীনতা নিয়ে এমনভাবে ভেবেছেন। নজরুলের সাহিত্যে যেসব মূল্যবোধ রয়েছেসম্প্রদায়গত মিলন, মানুষের মুক্তি, নারী-পুরুষের সমতা, মানুষের স্বাধীন সত্তাসত্যি বলতে, স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যেসব মূল্যবোধ আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তার সবকিছুই নজরুল-সাহিত্য বা নজরুলের মূল্যবোধের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তাঁকে আমরা জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছিলাম। তবে স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে এসে আজ যদি হিসাব করি, কতটা পৌঁছাতে পারলাম সেই মূল্যবোধের কাছে, খানিকটা হতাশায় আমরা যে নিমজ্জিত হবএ কথা সত্য। স্বাধীন দেশে আমরা বারবার মানবিক স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছি। তবে সব সময় যে তা অর্জন করতে পেরেছি, তা বলা যাবে না। এই না পারারও ইতিহাস আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির হাতে অন্যায়ভাবে সপরিবার নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু। আমাদের স্বাধীনতা ও বাঙালিত্বের সবকিছু যেন মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। হাওয়া বইতে শুরু করল উল্টো স্রোতে। স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের যে সংবিধান প্রণীত হয়, সেখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বা সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা ছিল। সব মানুষ সমানভাবে, শান্তিতে বাস করতে পারবেএই মন্ত্র আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। এই সাম্যবাদী কবি 'অভেদসুন্দর' বলে একটা কবিতাসম্মত কথা বলেছিলেন। এই 'অভেদসুন্দর' বিষয়টির ভেতরে সর্বমানবতা, পরমতসহিষ্ণুতাএই বিষয়গুলো নিহিত।

জীবনের শেষ অভিভাষণে নজরুল বলেছিলেন, ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তিনি কেবল মুসলমানের নন। সর্বমানবিকতার বোধ, তথা অন্যের মতকে গ্রহণ করার মানসিকতা তিনি সব সময় ধারণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য নজরুলের সেই 'অভেদসুন্দর'-এর কাছে আমাদের পৌঁছানো প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুপ্রদত্ত সংবিধানেও এই 'অভেদসুন্দর' রয়েছে। এ জন্য সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকার করতে হবে। তা না করে আমরা যদি ভিন্ন পথে অগ্রসর হই, তাহলে পদে পদে বিপদ আসবে। এখন পৃথিবীজুড়ে সম্পদ কুক্ষিগত করার অযৌক্তিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। এখান থেকে সরে এসে যেমন মানবিক বৈষম্য দূর করা দরকার, তেমনি রাজনীতিক, লেখক, সংস্কৃতিকর্মীসহ সবার এ বিষয়ে সচেতনতাও প্রয়োজন। সাম্য ও সুখের পরিবেশ বজায় রাখতে না পারলে আমরা আবার ভুল পথে হাঁটব। আর এটা হলে তা হবে দেশের সংবিধানের মৌলিক আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের দেশে, এমনকি কলকাতায়ও নজরুল যেভাবে চর্চিত হন, তা অনেকটাই খণ্ডিত। কিন্তু নজরুল এবং তাঁর সাহিত্য খণ্ডিত নয়। নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আমরা তাঁকে খণ্ডিত করেছি। নিজ নিজ ভাবাদর্শের অধিকারীরা নিজের নিজের সুবিধা অনুযায়ী নজরুলকে মূল্যায়ন করছেন। এ ক্ষেত্রে আবারও বলা দরকার, ধর্ম—কর্মে, সংসারে, সাহিত্যে এবং জীবনযাপনেও নজরুল সর্বদা একটা 'অভেদসুন্দর' নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে এই বার্তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আজকাল একধরনের মানুষ নিজের স্বার্থে অন্যের স্বার্থকে আঘাত করছে। আমরা যদি এই প্রবণতা থেকে না বেরোতে পারি, তবে যতই নজরুলের গান-কবিতা গলায় ধারণ করি না কেন, তাঁর মূল্যবোধ থেকে দূরেই থেকে যাব। নজরুলের তিন হাজারের মতো গান শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০ গানের স্বরলিপি পাওয়া যায়। তাঁর গানে ভালোবাসা, মানবিক সখ্য, মূল্যবোধসবকিছুই আছে। ফলে তাঁকে চর্চা করা মানে একটা মানবিক সমাজ নির্মাণের দিকেই যাত্রা। প্রতিদিন সকালে উঠে নজরুলের অন্তত একটি রচনা পড়া প্রয়োজন। আমাদের পাঠাভ্যাস এখন একেবারেই কমে গেছে। সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় দিন দিন অধ্যয়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানুষ। আমরা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে যতটা গ্রহণ করেছি, ততটা ধারণ করতে পারিনি। এখন যদি প্রশ্ন আসে, কীভাবে হৃদয়ে ধারণ করা যাবে নজরুলকে? আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর গুরুত্ব কী? নজরুলের মূল্যবোধ থেকে বাংলাদেশ কত দূরে?

এককথায় এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা বলা যায়, যে জাতির একজন বীর থাকেন, এমন একটা আদর্শ থাকেআমি যদি তাঁর মতো হতে পারিতবে আমাদের পিছিয়ে থাকার কথা নয়। আদর্শিকভাবে নজরুলকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। না হলে ধনতান্ত্রিক স্বৈররাষ্ট্রের মতো নানাবিধ নিপীড়ন পিছু ছাড়বে না আমাদের। কেননা, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য না কমানো গেলে মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এলসি গেটে ডুয়েল গেট ফোনের ব্যবস্থার দ্বারা

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনায় সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৩১ জুলাই, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার নেটওয়ার্কে লেভেল ক্রসিং (এলসি) গেটগুলিতে বিদ্যমান গেট ফোনগুলি ছাড়াও ডুয়াল গেট ফোন ইনস্টল করছে। এর ফলে গেট ফোনের বিফলতার সময়কাল হ্রাস করতে সহায়ক হয় যা প্রায়ই অপারেশনাল সম্বন্ধীয় সমস্যার কারণ হয়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সময়ানুবর্তিতার ক্ষতির পরিমাণ কমানো এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা।

ডুয়াল গেট ফোন চালু করার ফলে গেটম্যান এবং স্টেশন মাস্টারদের মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগের সুবিধা প্রদান করবে, যা সময়মত সমন্বয় নিশ্চিত করে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ১৪৪৭টি লেভেল ক্রসিং গেটের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১০৩০টি গেটে ডুয়েল গেট ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধাও প্রদান করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা রেলওয়ের পরিচালনগত দক্ষতা এবং যাত্রীদের সুরক্ষা উন্নত করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দেয়।কাটিহার ডিভিশনে ৪০টি এলসি গেট, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২৫৩টি গেট, রঙিয়া ডিভিশনে ২৯০টি গেট, লামডিং ডিভিশনে ১৬৩টি গেট এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৮৪টি গেটে ইতিমধ্যেই ডুয়াল গেট ফোন উপলব্ধ করানো হয়েছে। জুন, ২০২৪ মাসে; কাটিহার ডিভিশনে ৮টি এলসি গেট এবং রঙিয়া ডিভিশনে ৪টি এলসি গেটে ভয়েস রেকর্ডিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ওয়ানাডে পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ, নিখোঁজ এখনও ১৯১ জন : পিনারাই বিজয়ন

ওয়ানাড, ৩১ জুলাই (হি.স.): ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডে পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, এটি একটি অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক বিপর্যয়। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, ওয়ানাডে উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। এটি একটি অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক বিপর্যয়। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ১৪৪টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে- ৭৯ জন পুরুষ ও ৬৪ জন মহিলা। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ১৯১ জন। দুর্যোগ এলাকা থেকে যতটা সম্ভব মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।"

উত্তরবঙ্গে ফের রেল দুর্ঘটনা, উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): বুধবার ফের রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছে উত্তরবঙ্গের ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি এলাকা। সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ একটি মালগাড়ির দু'টি বগি লাইনচ্যুত হয়। যদিও এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। উল্লেখ্য, এই ফাঁসিদেওয়াতেই দেড় মাস আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। পরপর রেল দুর্ঘটনা নিয়ে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬ সপ্তাহ আগের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী এক্স পোস্টে জানান, যা ঘটছে তা নিয়ে তিনি রীতিমতো চিন্তিত। মমতা এক্স-এ লিখেছেন, ফের রেল দুর্ঘটনা। সেই ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি এলাকা, যেখানে ৬ সপ্তাহ আগে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যা ঘটে চলেছে, তাতে আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন।

জমির মধ্যে থেকে রাস্তা! বিবাদের জেরে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে চলল বোমাবাজি

মুর্শিদাবাদ, ৩১ জুলাই (হি.স.): জমির মধ্যে থেকে রাস্তা করাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে বোমাবাজি। বুধবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জিতপুর নতুনপাড়া এলাকায়। রাস্তার জমি নিয়ে গত তিন মাস ধরে ওই এলাকায় তৃণমূল ও জোট কর্মীদের মধ্যে একটা সমস্যা চলছিল। সেই ঘটনার জেরে এদিন এক পক্ষ অপরপক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য বোমা ছুড়েছে বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

ভারতীয় হাইকমিশনারকে শেখ হাসিনা: শ্রীলঙ্কার মতো সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা ছিল

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ৩১।। বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সহিংসতায় জড়িতদের শ্রীলঙ্কার মতো সহিংসতা এবং সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা ছিল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার (জুলাই ৩১) দুপুরে গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এলে তিনি এ কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মো. নাঈমুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এটা কোনো সাধারণ আন্দোলন ছিল না। এটা একপর্যায়ে প্রায় সন্ত্রাসী আক্রমণের মতো হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক সহিংসতায় জীবন ও সম্পদহানির কথা দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন,তারা (বিশৃঙ্খলাকারী) তো আসলে শ্রীলঙ্কা টাইপ সহিংসতা এবং সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা করেছে। এ সময় ভারতের হাইকমিশনার বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সহিংসতায় জীবন ও সম্পদ হানির ঘটনায় শোক জানান। ধারাবাহিকভাবে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হওয়া এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসাকে স্বাগত জানান প্রণয় ভার্মা।ভারতের হাইকমিশনার বলেন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে ভারত সবসময় বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের ভিশন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে সমর্থন করে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফর প্রসঙ্গে প্রণয় ভার্মা বলেন,প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সফল সফর অর্থবহ ফলাফল অর্জন করেছে এবং যা অতীতের অর্জনকে সুসংহত করেছে এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতার একটা ব্লু-প্রিন্ট সৃষ্টি করেছে।

হাইকমিশনার আরও বলেন,দুই দেশের যে জাতীয় ডেভেলপমেন্ট ভিশন, বাংলাদেশের ২০৪১ এবং ভারতের ২০৪৭ ভিশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সহযোগিতার একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। ডিজিটাল ও গ্রিন অংশীদারত্ব, স্যাটেলাইটের যৌথ উন্নয়ন, ব্লু-ইকোনমি, ওশানোগ্রাফি, ফিনটেকসহ নতুন নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা হবে। আঞ্চলিক কানেকটিভিটি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, চার দেশের (বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল ও ভুটান) মধ্যে কানেক্টিভিটি জোরালো করার জন্য আমার সব দরজা খোলা।এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রমুখ।

বাংলাদেশে ফের শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ সাংবাদিকসহ আহত শতাধিক

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির অংশ হিসেবে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে অবস্থান নিয়ে ছাত্র হত্যার বিচার এবং ৬ সমন্বয়কারী ও আটক অন্য শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে নানা স্লোগান দেন তারা। বুধবার পুলিশের ব্যারিকেড পেরিয়ে আন্দোলনকারীরা সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে প্রবেশ করেন।এ সময় তারা সমবেত কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন। প্রায় আধা ঘণ্টার মতো সুপ্রিম কোর্ট চত্বরের সামনে অবস্থান করেন শিক্ষার্থীরা।এরপর তারা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন। বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতিতে দুপুরে শতাধিক শিক্ষার্থী মাজার গেটের সামনে অবস্থান নেন। এর মধ্যে, ঢাবি, বুয়েট, নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, গ্রিন ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছিলেন। বুধবার বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ শতাধিক আহত হয়েছে।

এ সময় সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা মিছিল নিয়ে মাজার গেটের সামনে যান। এর আগেই মাজার গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন গেটের বাইরে শিক্ষার্থীরা এবং গেটের ভেতরে আইনজীবীরা স্লোগান দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটকের খবর শুনে কিছু আইনজীবী গেটের পাশের ব্যারিকেড টপকে শিক্ষার্থীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। পরে কিছু শিক্ষার্থীকে ভেতরে নিয়ে আসেন তারা। এ সময় আইনজীবী ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাইকে ফেরত দে', 'ছাত্রদের ওপর গুলি কেন, প্রশাসন জবাব দে' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন তারা। শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, তৈমুর আলম খন্দকার, রুহুল কুদ্দুস কাজল, গাজী কামরুল ইসলাম সজল ও মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

এদিকে, বাংলাদেশের দেশের সব আদালত, ক্যাম্পাস ও রাজপথে আজ 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল সংগঠনটির অন্যতম সমন্বয়ক আব্দুল কাদেরের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা, গুম ও খুনের প্রতিবাদে এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে তদন্ত করে বিচারের দাবিতে এ কর্মসূচি পালনের কথা উল্লেখ করা হয়।

কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন আনছে দিল্লি সরকার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): দিল্লির পড়ুয়া মৃত্যুতে তোলপাড় রাজধানী। এই পরিস্থিতিতে কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন আইন আনতে চলেছে দিল্লির সরকার। বুধবার একথা জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির মন্ত্রী অতীশি। তিনি বলেন, কোচিং সেন্টারগুলির সুরক্ষার জন্য এবার কর্মকর্তা, ছাত্রদের নিয়ে সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে।

পাশাপাশি দিল্লির কোচিং সেন্টারে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় এদিন নিকাশি ব্যবস্থা ও বেসমেন্ট উভয়কেই দুষলেন মন্ত্রী অতীশি। তিনি এদিন বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত রিপোর্ট এসেছে এবং এমসিডি-র তরফেও একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। কোচিং সেন্টারের ঘটনায় যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে, তা হল, ওই এলাকায় জল জমার কারণ ড্রেন। ড্রেন দখল করে তার উপর কোচিং সেন্টার চলায় ড্রেন পরিষ্কার ছিল না, ফলে জল নামছিল না। আর যেভাবে কোচিং সেন্টারগুলো বেসমেন্টে ক্লাস চালাচ্ছিল এবং লাইব্রেরি ছিল, তা পুরোপুরি অবৈধ। যে ইঞ্জিনিয়ার সেখানকার ড্রেনের জন্য দায়ী, ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে এবং যারা দায়ী হবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ড্রেনের উপর যে সমস্ত কোচিং সেন্টার চলছে, সেই সব অবৈধ দখলকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

ক্যানিংয়ে তরুণীর হাত, পা, মুখ বেঁধে ডাকাতির ছক, ঘটনার পুনঃ নির্মাণ করল পুলিশ

ক্যানিং, ৩১ জুলাই (হি.স.) : ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে নকল ডাকাতির ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেই পুরো ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল ক্যানিং থানার পুলিশ। বুধবার বিকেলে আইসি ক্যানিং সৌগত কুমার ঘোষের নেতৃত্বে ক্যানিং থানার পুলিশকর্মীরা অভিযুক্ত রাখি প্রামানিক, সারথি প্রামানিক ও বাপি মোল্লাকে নিয়ে ক্যানিংয়ের দীঘিরপাড় গ্রামে যান। সেখানে বিমল প্রামাণিকের ঘর থেকে কীভাবে নগদ দশ লক্ষ টাকা লুট করেছিল তাঁর ভাইঝি রাখি, বৌদি ও বাপি, পুনঃনির্মাণ করা হয় সেই ঘটনার।

সোমবার সন্ধ্যায় রাখিকে হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে ঘরের বারান্দা থেকে। রাখির বক্তব্য ছিল, তিন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে করে এসে তাঁকে ছুরি দেখিয়ে বেঁধে রেখে ঘরের সর্বস্ব লুট করেছে। কাকার আলমারিতে থাকা দশ লক্ষ টাকা, সোনার গহনা সবই লুট করে চম্পট দিয়েছে ডাকাত দল। ঘটনার তদন্তে নেমে দ্রুত সত্য উদ্ঘাটন করে ক্যানিং থানার পুলিশ। রাখির সঙ্গে যোগসাজশে তার মা সারথি ও মায়ের বন্ধু বাপি মিলে বিমলের টাকা হাতাতে এই নাটক করে। পুলিশি জেরার মুখে সব উগড়ে দেয় রাখি। সারথি ও বাপিকে ভাঙড় থেকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় টাকা, মোবাইল ও লুট করার অন্যান্য সামগ্রী। ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আর পুলিশ হেফাজতে নিয়েই বুধবার বিকেলে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল পুলিশ। কীভাবে রাখি এই কাজ করল সেটা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। তার ঠাকুমা যমুনা প্রামাণিক বলেন, " ছোট থেকে ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। বউমা বহু বছর আগেই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু নাতনি ছিল। মায়ের সঙ্গে মিলে যে এই ধরনের অন্যায় কাজ করবে ভাবতেই পারছি না।" বিমল বলেন, " নিজেদের লোক যে এই ধরনের নোংরা কাজ করতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।"

এই ঘটনা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না গ্রামের মানুষরা। স্থানীয় বাসিন্দা বিশাখা দাস, নিতাই মণ্ডলরা বলেন, "ভাবতেই পারছি না কীভাবে এটা করল। মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে! দোষীদের শাস্তি হোক, যাতে এই ধরনের কাজ ভবিষ্যতে আর কেউ না করে।"

নয়াদিল্লিতে শেষ হল বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি বা ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম ঐতিহাসিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই ২০২৪: নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে শেষ হল বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি অর্থাৎ ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম ঐতিহাসিক বৈঠকঊ ভারতে প্রথম বারের মত আয়োজিত এই বৈঠকটি বিশ্বের ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হলঊ মর্যাদাপূর্ণ এই বৈঠকের সমাপ্তি হয় মঙ্গলবারঊ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত, ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টারের চেয়ারম্যান শ্রী বিশাল ভি. শর্মা, ইউনেস্কোর ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টারের ডিরেক্টর শ্রী ল্যাজারে এলাউন্দ অ্যাসোম সহ অন্যরা।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত এই কর্মসূচির আয়োজন দ্রুততার সঙ্গে করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রশংসা করেন। ভারতের লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লোকশিল্পের উদযাপনে 'পরি' (পি.এ.আর.আই.--পাবলিক আর্ট অফ ইন্ডিয়া) প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সংস্কৃতি মন্ত্রকের তিনি প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে 'পরি'র ক্যাটালগের উদ্বোধন করা হয়ঊ এই ক্যাটালগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা জাতীয় রাজধানী দিল্লি জুড়ে যে বিভিন্ন শিল্পকর্ম এবং স্থাপনায় তাঁদের শিল্পকে চিত্রায়িত করেছেন, সেগুলো প্রদর্শিত হয়েছে।

ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম বৈঠক:

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইউনেস্কোর মহানির্দেশক মিঃ অড্রে আজৌলে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি অর্থাৎ ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম ঐতিহাসিক বৈঠকের উদ্বোধন করেনঊ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মূল ভাষণে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতের গভীর সংযোগ এবং বিশ্বজুড়ে যে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলছে, তাতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি সুস্থায়ী উন্নয়নের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখেই ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও প্রসারে ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে 'বিকাশ ভি বিরাসত ভি' (উন্নয়নও এবং ঐতিহ্যও)-র বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ঊ যা ঐতিহ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিকাশকে সমর্থন করার পাশাপাশি অতীতকেও সম্মান করে।

প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেনঊ তিনি বিশেষ সফর এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অন্বেষণ করতে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানঊ

এই বৈঠকের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্বের ২৪টি নতুন স্থানের অনুমোদন। যেগুলোর মধ্যে আসামের আহোম রাজবংশের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র মৈদাম তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্য স্বীকৃত ও সংযুক্ত হয়েছে। এই সংযোজনে ফলে ভারতে মোট বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩টি হলঊ যা দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকেই প্রদর্শিত করেঊ

বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি তাদের তালিকায় থাকা বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান, বিশেষ করে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত, সেগুলোর বর্তমান অবস্থাও পর্যালোচনা করেঊ সেই স্থানগুলোর সংরক্ষণের অবস্থা এবং তাদের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ নিয়ে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঊ যা এইসব অমূল্য সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আন্তর্জাতিক কমিটির নিরন্তর নিবেদনকেই প্রতিফলিত করেঊ

মূল আলোচনার পাশাপাশি এই বৈঠকে ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন অনুরোধের উপর আলোকপাত করা হয়। যেখানে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রকে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সংরক্ষণ প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করতে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারতঊ

বৈঠকে ঐতিহ্যের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে নিবেদিত বেশ কয়েকটি ফোরাম ছিল। এর মধ্যে আছে 'ইয়ং প্রফেশনালস ফোরাম' এবং 'ওয়ার্ল হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার'স ফোরাম'ঊ যেগুলো উদীয়মান পেশাদার এবং অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকদের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময় এবং সর্বোত্তম অনুশীলন নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্চ প্রদান করেঊ

মূল বৈঠকের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানঊ যার মধ্য দিয়ে ভারতের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের রূপরেখা প্রদর্শিত হয়ঊ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল বিদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বিভিন্ন শিল্পকর্ম, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রদর্শনঊ যা অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিদের ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটের উপর একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

নবনির্মিত রিজার্ভারের পাটা খুলতে নেমে দুর্গাপুরে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু রাজমিস্ত্রীদের

দুর্গাপুর, ৩১ জুলাই (হি.স.) : নব নির্মিত রিজর্ভার। দীর্ঘদিন বন্ধ রিজার্ভারের পাটা খুলতে নেমে মৃত্যু হল দুই রাজমিস্ত্রির। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচল একজন। বুধবার সাতসকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, দুর্গাপুরের ২৭ নং ওয়ার্ডের পার্ক অ্যাভিনিউ এলাকায় একটি আবাসনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার জেরে শোরগোল পড়েছে শিল্প শহর জুড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত রাজমিস্ত্রি হুমায়ুন শেখ (৫৫) ও রাজমিস্ত্রির সহকারীর নাম বাবলু শেখ(২৭) মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। দুর্গাপুরের ২৭ নং ওয়ার্ডের পার্ক অ্যাভিনিউ এলাকায় একটি আবাসনে রিজার্ভার তৈরির কাজ চলছিল। বাড়িটি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাসিন্দার। করোনা আবহে মারা যাওয়ার পর তার ছেলে বৌমা কর্মসূত্রে সৌদি আরবে থাকেন। বাড়িটি দেখভাল করছিলেন প্রতিবেশী কাঞ্চন লায়েক। নতুন রিজার্ভার তৈরির কাজ চলছিল। ১৫ দিন আগে রিজার্ভার ঢালাই করে পরবের জন্য মুর্শিদাবাদের বাড়ি গিয়েছিলেন রাজমিস্ত্রি ও সহকারীরা। বুধবার ফিরে এসে ঢালাইয়ের পাটা খোলার কাজ করতে নামেন সহকারী বাবলু শেখ। রিজার্ভারে নেমেই দমবন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর। তিনি চিৎকার করতেই সেই রিজার্ভারে ঝাঁপ দেন রাজমিস্ত্রি হুমায়ুন শেখ। হুমায়ুনেরও সেই দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে ওঠার উপক্রম হয়। ওই সময় ওপরে থাকা রাজমিস্ত্রির আরেক সহকারী চিৎকার শুরু করে দেন। তখন আশপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তাঁরাই খবর দেন নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ এবং দমকল বিভাগে। দমকল বিভাগের কর্মীরা এসে ওই দুই জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করেন। এরপর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ তাঁদের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকল বাহিনীর প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার জেরে রিজার্ভারের ভিতর উৎপন্ন হয়েছিল বিষাক্ত গ্যাস। সেই গ্যাস থেকেই এই দুর্ঘটনা।' দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডা. ধীমান মণ্ডল বলেন, 'দীর্ঘ দিন ধরে কোনও ট্যাংক বন্ধ থাকলে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেই গ্যাস থেকেই এই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে আমাদের প্রাথমিক অনুমান। তবে ময়না তদন্তের পরেই আসল কারণ জানা যাবে।' ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পশহরজুড়ে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

MEMORANDUM

Tender called for the work "Providing temporary illumination in the (G+7), (G+2) Oral pathalogy (G+1) Library Building and its complex on the occasion of "Independence Day" celebration, 2024 (DNIT NO. EE-IED/AGT/46/2024-25)" published vide this office PNIT NO.EE-IED/AGT/19/2024-25 dated 25/07/2024 and circulated through Memo No.F.3(28)/EE-IED/AGT/2024-25/3678-744 dated 25/07/2024 is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

ICA/C/1034/24

Executive Engineer
Internal Electrification Division
Agartala, West Tripura

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, in the state of Tripura for Rate contract for Procurement of 5 (five) numbers Stainless Steel ULV Fogger Machine for the use of Agartala Govt. Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala-799006, Tripura", Through publishing in newspaper. The last date of bid submission is up to 04:00 pm, of 07/08 / 2024.

The SNIQ copy should be collect from O/o The M.S, AGMC & GBPH or from official website of AGMC i.e. www.agmc.nic.in.

ICA/C / 1039/24

Medical Superintendent & HOD
AGMC & GBP Hospital, Agartala

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 37 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated:- 25/07/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturer /authorized dealers/ authorized Sales and Service provider of OTIS/THYSSENKRUPP/KONE/JHONSON Lift Pvt. Ltd /SCHINDLER/MISTUBISHI/reputed and leading manufacturers complying the special Terms & condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience in similar nature of workin Government/Government undertaking buildings for the following work:

Name of work: Proposed Construction for creation of Barrier free environment in 14 (Fourteen) State Government Buildings at Agartala for the benefit of persons with disabilities under the Accessible India Campaign(AIC) during the year 2019-20/S.H: Providing, Installation and Commissioning of Machine room less (MRL) lift of 13 (thirteen) passenger traction type (884 kg) capacity elevator up to G+2 level at DM(Sadar) office building, Agartala.

1. Estimated Cost: Rs 20,55,393.00
2 Earnest Money: Rs 41,108.00
3 Bid Fee: Rs1,000.00
4 Last date & time for online Bidding:16/08/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1041/24

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কাজের মাঝে রোজ গ্রিন টি খাচ্ছেন কোন ভুলগুলি করলে সুফল পাবেন না

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের রোজের ডায়েটে থাকে গ্রিন টি। শরীরের জন্য এই চা কতটা স্বাস্থ্যকর, তা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ওজন ঝরানো থেকে ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি করতে গ্রিন টি-র গুণের শেষ নেই। ইদানীং গ্রিন টি খাওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। গ্রিন টি খেলে শরীরের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু গ্রিন টি খাওয়ার সময়ে কয়েকটি বিষয় একটু মেনে চলতে হবে। অন্যথায় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ১) গ্রিন টি শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর মানেই যে ঘন ঘন সেটি খাবেন, তা ঠিক নয়। অতিরিক্ত খেলেই যে বেশি উপকার পাবেন, তা কিন্তু নয়। বরং গ্রিন টি যদি বেশি পরিমাণে খান, তা হলে সমস্যা আরও বেশি। অতিরিক্ত গ্রিন টি খেলে অনিদ্রা, হজমজনিত নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পরিমাণ বুঝেই গ্রিন টি খাওয়া জরুরি। ২) অনেকের ধারণা, ভরপেট খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিন টি খেলে বেশি ক্যালোরি ঝরে, এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। প্রোটিন পরিপাক করার জন্য শরীরের একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। সেই সময়টা শরীরকে দিতে হবে। গ্রিন টি এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই খাওয়ার পরে পরেই এই চা খাবেন না। ৩) সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খাবেন না। খালি পেটে এই চা খেলে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, ফলে হজমে গোলমাল শুরু হয়। তাই সকালে হালকা খাবার খেয়ে তার পরেই এই চা খান।

৪) গ্রিন টি খাওয়ার পরপরই কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। ওষুধের মধ্যে থাকা রাসায়নিক যৌগ গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হতে পারে।

৫) গ্রিন টি কখনওই ফুটিয়ে খাবেন না। এতে চায়ের স্বাদ ও স্বাস্থ্যকর গুণ দুই-ই খারাপ হয়ে যায়। ঈষদুষ্ণ জলে এই চা পাতা মিনিট খানেক ভিজিয়ে খেলেই সবচেয়ে ভাল স্বাদ পাওয়া যায়।

সজনে পাতা খেলে কি প্রোটিন ক্যালসিয়ামের চাহিদা মিটবে?

দুধ এমন একটি খাবার, যার পুষ্টিগুণ অন্য বিকল্প থেকে খুব একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুধ সহ্য হয় না অনেকেরই। দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খেলেই অ্যালার্জি বা হজমের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসার পরিভাষায় যাকে বলে "ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স"। এমন সমস্যা যাঁদের থাকে, তাঁরা দুধের বিকল্প খাবারের সন্ধানই করেন। সেক্ষেত্রে সজনে পাতা কি দুধের আদর্শ বিকল্প হতে পারে?

বাঙালির পাতে এই সজনে পাতা বা ফুল যেমন বহুকাল থেকেই কদর পেয়ে আসছে, তেমনই শরীর সারাতেও এর ভূমিকার কথাও সুবিদিত। সজনেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম রয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টেও ভরপুর এটি। ঋতু পরিবর্তনের সময়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ভিটামিন এ, ই, সি এবং ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনে ভরপুর সজনে পাতা দুধের বিকল্প হতে পারে কি না? অথবা সজনে পাতা খেলে প্রোটিনের চাহিদা পুরোপুরি মিটতে পারে কি না?

দুধে ভরপুর ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন থাকে। পুষ্টিবিদদের মতে, সজনে পাতাতেও ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে। তাই দুধ যাঁদের একেবারেই সহ্য হয় না, তাঁরা বিকল্প হিসেবে সজনে পাতা খেতেই পারেন।

অনলাইনে অর্ডার দিয়ে অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষই যে "মোরিঙ্গা পাউডার" কিনে খান, তা আসলে সজনে পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্যাকেটজাত করা। সজনে পাতায় প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে। হাড়ের জোর বাড়ায় সজনে, হার্ট ভাল রাখে, পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তাল্পতা কমাতেও এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিরামিশাষীদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে সজনে পাতা।

এমনিতেই ফসলের ফলন বাড়াতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার শরীরে নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সজনের বেলায় সে সম্ভাবনা কম।

তাই পুষ্টিকর সব্জি হিসেবে এখন স্কুল বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মিড-ডে মিলেও সজনে ফুল, সজনে পাতা বা সজনে ডাঁটার ঝোল, তরকারির চাহিদা বেড়েছে। শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ সারাতেও সজনে পাতা খুবই উপকারি।

তবে অন্য মতও আছে। অনেক পুষ্টিবিদের মতেই, শুধু মাত্র সজনে পাতা সম্পূর্ণ ভাবে প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা মেটাতে পারে না। সজনের সঙ্গে অন্য শাকসব্জি, ডাল জাতীয় খাবারও রাখতে হবে। যদি কেউ সুষম আহার করতে অভ্যস্ত হন, তা হলে রোজকার খাবারে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখা দরকার। মাছ-মাংস, ডিম বা দুধ না খেলে তার জায়গায় সজনে পাতা ছাড়াও নানা রকম দানাশস্য (গম, ওটস, বাজরা, মিলেট ইত্যাদি), ফল, সবুজ শাকসব্জি রাখতেই হবে।

সজনে পাতায় এত বেশি ফাইবার থাকে যে, খুব বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেললে হজমের সমস্যা হতে পারে। তাই দুধ বা অন্য প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে বিকল্প হিসেবে সজনে পাতা খাবেন কি না তা পুষ্টিবিদ বা চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেওয়াই ভাল।

২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবেন

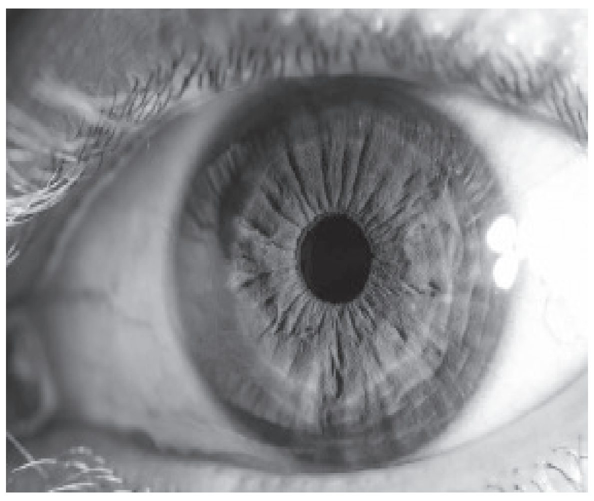

সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের হাত চলে যায় মোবাইলের দিকে। মিনিট দশ-পনেরো সমাজমাধ্যমে উঁকি না দিলে অনেকেরই দিন শুরু হয় না। শৌচালয়ে গিয়েও শান্তি নেই, সেখানেও সঙ্গী ফোন। কেবল বড়দেরই নয়, শিশুদেরও এখন পড়াশোনা চলে অনলাইনে। তাদের ক্ষেত্রেও "স্ক্রিন টাইম" আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে কোভিডের পর।

মোবাইল, ল্যাপটপ কিংবা ট্যাব যে কোনও স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘ ক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে তাদের। বাড়তি স্ক্রিন টাইমের কারণে দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই। চিকিৎসকেরা এই সমস্যাকে বলেন মায়োপিয়া। এই সমস্যায় যাঁরা আক্রান্ত হন, তাঁরা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা সব কিছু ঝাপসা দেখেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবেন। মায়োপিয়ায় আক্রান্ত রোগী কাছের জিনিস দেখতে পারলেও দূরের জিনিস দেখতে তাঁদের সমস্যা হয়। মায়োপিয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তবে চিকিৎসকদের মতে, মায়োপিয়ার অন্যতম বড় কারণ হল সূর্যের আলোয় কম সময় কাটানো। চিকিৎসকদের মতে, চোখের স্বাস্থ্যের জন্য প্রাকৃতিক আলো ভীষণ জরুরি। বিশেষ করে, শিশুদের ক্ষেত্রে সূর্যের আলোয় বেশি ক্ষণ থাকলে রেটিনায় ডোপামিন নামক যৌগের ক্ষরণ বেড়ে যায়। এই যৌগ দৃষ্টিশক্তির উন্নতিতে এবং মায়োপিয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই শিশুদের দিনের আলো থাকতে থাকতে বেশি করে বাড়ির বাইরে সময় কাটানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। চোখ ভাল রাখতে এই অভ্যাস খুব স্বাস্থ্যকর।

মায়োপিয়ার উপসর্গ কী? ১. দূরের কোনও জিনিস একেবারে ঝাপসা দেখা। ২. দূরের কোনও জিনিসকে স্পষ্ট দেখার জন্য চোখের পাতা কুঁচকে কাছাকাছি নিয়ে আসা।

৩. সারা ক্ষণ মাথাব্যথা করা।

৪. চোখে যন্ত্রণা।

মায়োপিয়ার ঝুঁকি এড়াতে সবার আগে ফোন থেকে দূরে থাকা ভীষণ জরুরি। সকালে উঠে ফোনের পিছনে সময় নষ্ট না করে বাইরে বেরিয়ে হালকা শরীরচর্চা কিংবা হাঁটাহাটি করতে পারেন। শিশুরা স্কুল থেকে ফিরলে অবশ্যই সন্ধে হওয়ার আগে তাদের মাঠে খেলতে পাঠান। ঘরে বসে ভিডিয়ো গেম নয়, ছুটির দিনে বেশি করে প্রাকৃতিক আলোয় সময় কাটাতে উৎসাহী করে তুলুন খুদেকে।

তালশাঁস খেলে ও মুখে মাখলে উপকার পাওয়া যায়

পাড়ার মোড়ে, মেট্রো স্টেশন থেকে রাস্তায় বেরোনোর মুখে যে ফল বিক্রেতারা বসে থাকেন, তাঁদের ঝুড়িতে এখন তালশাঁসের দেখা মিলবেই। গরম পড়তেই বাজারে তালশাঁসের আনাগোনা শুরু হয়েছে। পেকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ফলের দানা বা বীজটি খাওয়ার মতো অবস্থায় থাকে। নরম, শাঁসযুক্ত এবং সুমিষ্ট এই ফলটি খেলে শরীরও ঠান্ডা হয়।

ভিটামিন সি, কে, ই, আয়রন, কার্বোহাড্রেট, ক্যালশিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে এই ফলে। ভিটামিন বা খনিজের ঘাটতি পূরণ করার পাশাপাশি আর কী উপকার হয় এই ফল খেলে?

১) শসা, তরমুজের মতোই তালশাঁস খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এই ফল। শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতেও তাল শাঁস খাওয়া যায়। ২) ক্যালশিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, আয়রন এবং বিভিন্ন রকম ভিটামিন রয়েছে তালশাঁসে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই ফল। ৩) তালশাঁসের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই হজম সংক্রান্ত সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে এই ফল। পেটফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি বমি ভাব কাটাতেও তালশাঁস খাওয়া যায়। ৪) অন্তঃসত্ত্বা এবং স্তন্যদায়ীদের জন্য এই ফল বেশ কাজের। তালশাঁসের মধ্যে নানা রকম ভিটামিন এবং খনিজ রয়েছে। হবু কিংবা নতুন মায়েদের হাড়ের জোর বাড়িয়ে তুলতে এবং শরীরে নানা রকম পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে তালশাঁস। ৫) গরমে, রোদে বেরোলেই মুখে অ্যালার্জি হয়, মুখ জ্বালা করে? তালশাঁস কুরে বা মিক্সিতে বেটে মুখে মেখে রাখুন। ত্বকের প্রদাহ নিরাময়ে ঘরোয়া টোটকা হিসাবে তালশাঁস দারুণ কাজের।

ভুঁড়ি কমাতে রোজ পুশআপ করেন?

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় পান না অনেকেই। মেদ ঝরাতে তাই বাড়িতেই টুকটাক শরীরচর্চা করেন কেউ কেউ। ফিটনেস প্রশিক্ষকদের মতে, বাড়িতে বেশ কিছু নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলেও মিলতে পারে মনের মতো চেহারা। মেদ ঝরাতে অনেকেই পুশআপে ভরসা রাখেন। তবে দেহের ভারসাম্য দু'হাতের উপর রেখে পুরো শরীর উপর-নীচ করার এই কেরামতি কিন্তু মোটেই সহজ নয়!

নিয়মিত পুশআপ করতে পারলে শরীরের শক্তি বাড়ে, পেশির জোর বাড়ে, ক্যালোরি ঝরে, মানসিক শক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

দেখতে সহজ হলেও সঠিক পদ্ধতি মেনে ব্যায়ামটি করা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। সঠিক পদ্ধতি মেনে এই ব্যায়ামটি না করলে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি সঠিক পন্থা মেনে না করলে ব্যায়ামের সুফলও মিলবে না! জেনে নিন, পুশআপ করার ক্ষেত্রে কোন ভুলগুলি অধিকাংশ লোকই করে থাকেন। ১) এই ব্যায়াম করার সময় একেবারে কাঁধ বরাবর সোজাসুজি হাত রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে মাটির উপরে। নইলে ব্যায়ামের পুরো উপকারিতা পাবেন না। ২) এই ব্যায়াম করার সময়ে ঘাড় নিচু করে মেঝের দিকে তাকালে হয়তো আপনার উপর-নীচ করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, চোট পাওয়ার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। এই ব্যায়ামের সুফলও পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে ঘাড় সব সময়ে সোজা রাখতে হবে এবং দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। ৩) পুশআপ করার সময়ে গোটা শরীর একটি সরলরেখা বরাবর থাকবে। অনেকেই পুশআপ করতে গিয়ে নীচে নামার সময়ে নিতম্ব ঝুঁকিয়ে ফেলেন। এই পদ্ধতিটি ঠিক নয়। ৪) এই ব্যায়াম করার সময়ে শরীর যেন কোনও ভাবেই মাটিতে স্পর্শ না করে, সচেতন থাকুন। ধরুন অল্প সময় আপনি ৩০টি পুশআপ করে নিলেন অথচ পদ্ধতিতেই গলদ রয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে কোনও লাভই হবে না শরীরে। সময় নিয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনেই পুশআপ করুন। ৫) পুশআপ করার সময়ে সব সময় নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে হবে, মুখ দিয়ে নিলে কিন্তু চলবে না। শরীর নীচের দিকে নামানোর সময় শ্বাস নিন এবং উপরে ওঠার সময়ে শ্বাস ছাড়ুন। শরীরচর্চা করার সময় নিঃশ্বাস নেওয়ার পদ্ধতিও কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

কেন মাঝ আকাশে তীব্র ঝাঁকুনি হয় বিমানে?

"আবহাওয়া অনুকূল নয়, দয়া করে সিটবেল্ট বেঁধে বসুন"... বিমানে যাঁরা প্রায়ই সফর করেন, তাঁরা এমন ঘোষণা শুনেই থাকবেন। মাঝ আকাশে আচমকা আবহাওয়ার মতিগতি বদলে গেলে, দুর্যোগ শুরু হয়ে গেলে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয় বিমানে। মনে হয় যেন গোটা বিমানটাই দুলে উঠল। ঝোড়ো হাওয়ার গতি বাড়লে এক ধাক্কায় বিমান কয়েক হাজার ফুট অবধি নীচে নেমে আসতে পারে।

তখন ঝাঁকুনি আরও প্রবল হয়। পাইলট ঘোষণা করেন, বিমান "এয়ার টার্বুল্যান্স"-এ পড়েছে।

এখন কথা হল, এই এয়ার টার্বুল্যান্স কী? মাঝ আকাশে বিমানে এমন ঝাঁকুনি হলে কী কী সমস্যায় পড়তে পারেন যাত্রীরা?

এয়ার টার্বুল্যান্স কী?

প্রচণ্ড ঝড় বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে বিমান অনেক সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সাধারণত দেখা যায়, ঝড়ের সময়ে দুই বিপরীতমুখী হাওয়ার গতির মাঝে যদি বিমান চলে আসে, তা হলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হয় বিমানে। কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বিমানচালক। বিমান তখন এক ধাক্কায় বেশ কিছুটা নীচে নেমে আসে। ঝোড়ো হাওয়ার গতি যদি বেশি হয়, তা হলে ঝাঁকুনিও আরও তীব্র হয়। তখন বলা হয়, বিমান এয়ার টার্বুল্যান্সে পড়েছে।

সাধারণত দেখা যায়, তুমুল ঝড়বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময়ে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। হাওয়ার চাপ খুব বেশি থাকলেও অনেক সময়ে বিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। দুই বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ কখন একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করবে, তার আভাস আগে থেকে পাওয়া যায় না। ভুলবশত এই দুর্যোগের মধ্যে যদি বিমান চলে আসে, তখনই বিপদ ঘটে যায়। আমরা জানি, ঝড়ের সময়ে গরম হাওয়া পাক দিয়ে উপরে উঠতে থাকে, সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ঠান্ডা হাওয়া। এই দুই হাওয়ার গতি ও অভিমুখ ভিন্ন। অনেক সময়েই দেখা যায়, বিপরীতমুখী এই দুই বায়ুপ্রবাহ এলোমেলো ভাবে বইছে। ফলে সেই জায়গায় হাওয়ার ঘূর্ণি তৈরি হয়। এটাই এয়ার টার্বুল্যান্সের কারণ। ইদানীংকালে বজ্রপাতের ঘটনা সাঙ্ঘাতিক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। জলবায়ু বদলের কারণে আবহাওয়াও খামখেয়ালি। তাই বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা বেড়ে চলেছে। বিমানে আচমকা ঝাঁকুনি হলে কী কী সমস্যা হতে পারে যাত্রীদের?

এয়ার টার্বুল্যান্স চার রকমের হয় হাল্কা, মাঝারি, তীব্র এবং অতি তীব্র।

ঝাঁকুনি যদি হাল্কা বা মাঝারি হয় এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য হয়, তা হলে তেমন কোনও সমস্যা হয় না। সিটবেল্ট বাঁধা থাকলেও ঝাঁকুনি অনুভব করতে পারেন যাত্রী। কিন্তু সিটবেল্ট পরা না থাকলে সিট থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগতে পারে।

কিন্তু ঝাঁকুনি যদি তীব্র বা অতি তীব্র হয়, তখনই নানা বিপদ ঘটতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার ফুট নেমে আসতে পারে বিমান। তখন প্রচণ্ড ধাক্কায় আঘাত লাগতে পারে যাত্রীদের, মাথা ফেটে যেতে পারে, সিটবেল্ট খুলে গিয়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারে। এমনকি, বিমানের তীব্র ঝাঁকুনির কারণে যাত্রী মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

কোনও যাত্রীর হৃদ্রোগ থাকে, তা হলে তার জন্য তীব্র ঝাঁকুনি প্রাণ সংশয়ের কারণ হতে পারে। অনেক সময়েই দেখা যায়, বিমানে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হলে ভয়ে ও আতঙ্কে ব্ল্যাকআউট হয়ে গিয়েছেন যাত্রী অথবা বমি করতে শুরু করেছেন অনেকে। আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় "প্যানিক অ্যাটাক"ও হতে পারে।

২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আমেরিকায়।

কোন দশটি পথে সবচেয়ে বেশি ঝাঁকুনির মুখে পড়েছে বিমান?

ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমস্ফিয়ারিক রিসার্চের রিপোর্ট বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আমেরিকায়। যাত্রীদের আহত হওয়ার খবর এলেও বিমানের তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমেরিকা ও ব্রিটেনের আবহাওয়া দফতরের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বিমান চলাচলের এমন দশটি পথ আছে, যেখানে ঝাঁকুনির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। আচমকা কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই এয়ার টার্বুল্যান্সের মুখে পড়ে যায় বিমান।

কী কী সেই পথ- ১) সান্তিয়াগো থেকে সান্তাক্রুজ ২) আলমাটি থেকে বিশকেক ৩) ল্যানঝো থেকে চেংডু ৪) সেন্ট্রায়ার থেকে সেন্ডাই ৫) মিলান থেকে জেনেভা ৬) ল্যানঝো থেকে জিয়াংইয়াং ৭) ওসাকা থেকে সেন্টাই ৮) জিয়াংইয়াং থেকে চেংডু ৯) জিয়াংইয়াং থেকে চংকিং ১০) মিলান থেকে জুরিখ ব্রিটেনের রিডিং ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, ১৯৭৯ সালের পর থেকে ২০২০ সাল অবধি বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা প্রায় ৫৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল জলবায়ুর বদল। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতাও ক্রমবর্ধমান। ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে সাগর-মহাসাগরে। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতেও অনেক বদল আসছে। ফলে মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটছে। যাত্রীদের কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে? বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানযাত্রার পুরোটাই সিটবেল্ট বেঁধে রাখলে ভাল হয়। বিশেষ করে পাইলট যদি ঘোষণা করে যে বিমান দুর্যোগে পড়তে পারে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই সিটবেল্ট বেঁধে নেওয়া ভাল। মন শান্ত রাখা জরুরি। বেশি চিন্তা বা আতঙ্কে শরীর খারাপ হতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঝাঁকুনি হাল্কা হলেও বেশি দুশ্চিন্তার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে যাত্রী।

বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে বানানো যায় মিষ্টি

বেঁচে যাওয়া বাসি ভাত দিয়ে কী করবেন, অনেক সময়েই মাথায় আসে না। কাঁহাতক পান্তা খাওয়া যায়? গরমে তেল-মশলা দিয়ে ভাত ভাজা কিংবা ফ্রায়েড রাইস রাঁধতেও ইচ্ছে করে না। তবে রাতবিরেতে হঠাৎ হঠাৎ মিষ্টি খাওয়ার হুজুগ মাথায় চেপে বসে। আগের দিনের বেঁচে যাওয়া বাসি ভাত দিয়ে কম সময়ে রসমালাই কিন্তু বানিয়ে ফেলা যায়। কী ভাবে? রইল প্রণালী।

উপকরণ: ১ বাটি ভাত, ১ কাপ চিনি, ১ টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, ১ টেবিল চামচ ময়দা, ১ লিটার দুধ, সামান্য কেশর, কয়েকটা পেস্তাবাদাম

প্রণালী: প্রথমে ভাত, গুঁড়ো দুধ এবং ময়দা মিক্সিতে দিয়ে ভাল করে পেস্ট করে নিন। অন্য একটি পাত্রে জল এবং চিনি দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে সিরা বানিয়ে রাখুন। ভাতের মণ্ড থেকে অল্প অল্প করে লেচি কেটে নিয়ে চ্যাপ্টা আকারে গড়ে নিন। এ বার চিনির সিরার মধ্যে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এ বার কড়াইতে দুধ এবং চিনি দিয়ে হালকা আঁচে জ্বাল দিয়ে থাকুন। দুধ একটু ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে চিনি দিয়ে নিন। দুধ ঘন হয়ে মালাইয়ের মতো হয়ে আসবে। তখন ওই চিনির সিরা থেকে মিষ্টিগুলি তুলে মালাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিন। কম আঁচে কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। উপর থেকে কেশর এবং পেস্তাবাদাম দিয়ে সাজিয়ে নিন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

চুলে টক দই মাখলে চুল নরম হয়

ায়ের লিকারে মেহন্দি পাতার গুঁড়ো সারা রাত ভিজিয়ে রেখে তার পর মাথায় মাখতে হয়। তাতে ভাল রং আসে। তবে যাঁদের চুল রুক্ষ বা মাথার ত্বক শুষ্ক, তাঁরা হেনার সঙ্গে কখনও কখনও টক দই মিশিয়ে নেন। তাতে চুলের মসৃণতা বজায় থাকে। চুলের জেল্লা ধরে রাখতেও টক দইয়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু হেনা মেখে তো অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। হাতে যদি বেশি সময় না থাকে তাহলে কী করবেন? সামান্য কিছু উপকরণের সঙ্গেও টক দই মাখা যায়। বেশি ক্ষণ মাথায় রাখার ঝক্কি ছাড়াই চুলের হারানো জেল্লা ফিরে আসতে পারে। টক দই কী কী ভাবে মাথায় মাখা যায়? ১) টক দই, মধু: টক দই এবং মধু চুলের জন্য প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসাবে দারুণ কাজ করে। আধ কাপ টক দইয়ের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ মধু ভাল করে মিশয়ে নিন। শ্যাম্পু করার পর ভেজা চুলে এই মিশ্রণ মেখে রাখুন মিনিট দশেক। তার পর ধুয়ে ফেলুন। চুলে জট তো পড়বেই না। উল্টে চুল হয়ে উঠবে রেশমের মতো। ২) টক দই, ডিম: একটি ডিমের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ টক দই ফেটিয়ে মাথায় মেখে নিন। পাতলা চুলও ঘন দেখাবে। মাথায় নতুন চুল গজাবে। মাথার ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই টোটকা বেশ কাজের। মাথার ৩) টক দই, কলা: একটি পাকা কলা চটকে তার সঙ্গে আধ কাপ টক দই মিশিয়ে নিন। অনেকটা স্মুদি বানানোর মতোই দেখতে হবে। এই স্মুদি না খেয়ে মাথায় মেখে নিন।

অসমের শদিয়া থেকে অপহৃত ১২ বছরের বালকের লাশ উদ্ধার অরুণাচল প্রদেশে

ইটানগর (অরুণাচল), তিনসুকিয়া (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত শদিয়া থেকে অপহৃত ১২ বছরের বালক রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে অরুণাচল প্রদেশে। আজ সকালে অরুণাচল প্রদেশের তেজু এবং অসমের সোনপোরা থানার যৌথ পুলিশ দলের অভিযানে রোহিতের লাশ তার অপহরণস্থল থেকে বেশ দূরে কালিখোলা এলাকার এক জঙ্গলে মাটি খুড়ে উদ্ধার হয়েছে।

গত ২২ জুলাই স্কুল থেকে ফেরার পথে শদিয়ার সোনপোরা থানার অন্তর্গত উদয়পুর গ্রামের জনৈক নরবাহাদুর ছেত্রীর ১২ বছরের ছেলে রোহিত বাহাদুর ছেত্রীকে অপহরণ করেছিল দুষ্কৃতীরা। তার মুক্তিপণ বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের ফোন করে দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়েছিল, দাবিকৃত ২৫ লক্ষ টাকা না দিলে এবং পুলিশকে ঘটনা জানালে তাদের ছেলেকে হত্যা করা হবে। পরবর্তীতে দর কষাকষির মাধ্যমে ২৫-এর পরিবর্তে দু-তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার আর্জিতে সম্মত হয়েছিল অপহরণকারীরা।

ইত্যবসরে সোনপোরা থানায় তাঁর ছেলের অপহরণ এবং মুক্তিপণের বিষয়ে জানিয়ে এফআইআর করেন বাবা নরবাহাদুর ছেত্রী। এফআইআরে তিনি ছেলেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের আর্জিও জানিয়েছিলেন। এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। সন্দেহের বশে পার্শবর্তী অরুণাচল প্রদেশের তেজু থানার শরণাপন্ন হন সোনপোরা থানা কর্তৃপক্ষ। সোনপোরা এবং তেজু থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে নেমে গতকাল ভোরের দিকে তেজুর একটি জঙ্গল থেকে নাজুসো তামাই এবং গোবিন তামাংকে গ্রেফতার করে। ধৃত দুই অপহরকারীকে টানা জেরা করে রোহিতের অবস্থান সম্পর্কে জানতে প্রচেষ্টা চালায় পুলিশ। জেরায় প্রদত্ত বয়ানের ওপর ভিত্তি করে আজ ভোররাতে দুই দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে কালিখোলা (অরুণাচল প্রদেশ) এলাকার এক জঙ্গলে যায় পুলিশের যৌথ দল। ওই জঙ্গলের একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে অপহৃত ১২ বছরের বালক রোহিত বাহাদুর ছেত্রীর পচন ধরা মৃতদেহ।

দিল্লিতে পড়ুয়া মৃত্যু, নিকাশি ও বেসমেন্ট উভয়কেই দুষলেন মন্ত্রী অতিশী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): দিল্লির কোচিং সেন্টারে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় নিকাশি ব্যবস্থা ও বেসমেন্ট উভয়কেই দুষলেন মন্ত্রী অতিশী। তিনি এদিন বলেন, "অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত রিপোর্ট এসেছে এবং এমসিডি-র তরফেও একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। কোচিং সেন্টারের ঘটনায় যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে, তা হল, ওই এলাকায় জল জমার কারণ ড্রেন। ড্রেন দখল করে তার উপর কোচিং সেন্টার চলায় ড্রেন পরিষ্কার ছিল না, ফলে জল নামছিল না। আর যেভাবে কোচিং সেন্টারগুলো বেসমেন্টে ক্লাস চালাচ্ছিল এবং লাইব্রেরি ছিল, তা পুরোপুরি অবৈধ। যে ইঞ্জিনিয়ার সেখানকার ড্রেনের জন্য দায়ী, ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে এবং যারা দায়ী হবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ড্রেনের উপর যে সমস্ত কোচিং সেন্টার চলছে, সেই সব অবৈধ দখলকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, দিল্লির ওল্ড রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে বৃষ্টির জল ঢুকে তিন আইএএস পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে শিক্ষার্থীরা। বুধবার সকালেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন শিক্ষার্থীরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র-ছাত্রীরা। এক ছাত্রী জানিয়েছেন, 'আমাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় আমরা আন্দোলন করছি। তবে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যার সমাধানের জন্য আমরা আশাবাদী। আমরা ক্রমাগত দিল্লি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি এবং আমরা একটি ফলপ্রসূ ফলাফলের আশা করছি। আমরা আমাদের দাবিতে কিছু পরিবর্তন আনব, কারণ মনে হচ্ছে সেগুলির কিছু পূরণ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

শুটিংয়ে আরও একটি পদক আসার সম্ভবনা, ফাইনালে উঠেছেন স্বপ্নিল

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): বৃহস্পতিবার প্যারিস অলিম্পিকে শুটিং থেকে আরও একটি পদক আসার সম্ভবনা। কারন, ৫০ মিটার থ্রি পজিশনের ফাইনালে উঠেছেন স্বপ্নিল কুসালে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনি সপ্তম স্থানে শেষ করেছেন। তিনি মোট ৫৯০ স্কোর করেন। তবে অষ্টম এবং নবম স্থানে থাকা দুই প্রতিযোগীও স্বপ্নিলের মত ৫৯০ স্কোর করেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নিল ৩৮টি বুলস আই মারেন। আর তাতেই বাকিদের থেকে এগিয়ে যান তিনি এবং জায়গা করে নেন ফাইনালে। বৃহস্পতিবার ছেলেদের ৫০ মিটার থ্রি পজিশনের ফাইনাল। আরও একটা পদক ভারতের পদক তালিকায় যোগ হওয়ার সম্ভবনা।

ওয়ানাডের ঘটনায় ফের দুঃখপ্রকাশ রাহুলের, সরকারের কাছে সম্ভাব্য সব সহায়তার আহ্বান

ওয়ানাডের ঘটনায় ফের দুঃখপ্রকাশ রাহুলের, সরকারের কাছে সম্ভাব্য সব সহায়তার আহ্বান নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): কেরলের ওয়ানাডে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় ফের দুঃখপ্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে রাহুল বলেছেন, ওয়ানাডে সেনাবাহিনী খুব ভালো কাজ করছে।ওয়ানাডের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী বুধবার লোকসভায় বলেছেন, 'ওয়ানাডে বিরাট দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ভালো কাজ করছে। আমি মনে করি, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ওয়ানাডের জনগণের পাশে থাকি এবং আমি সরকারকে অনুরোধ করছি ওয়ানাডের জনগণকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্য। দ্বিতীয়বারের মতো এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, এমন ৫ বছর আগেও ঘটেছিল। এটা স্পষ্ট যে, এই এলাকায় একটি পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে, তাই এর দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং হাই-টেক সমাধানকে সামনে আনা যেতে পারে, তাতে ভাল হবে।'

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দেশে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ চলছে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দেশে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ চলছে, বুধবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির এক প্রশ্নের উত্তরে, বুধবার লোকসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই প্রথম ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলেছে, যা সমুদ্রের ৩০ মিটার তলা দিয়ে যাবে। প্রকল্পে ৩২০ কিলোমিটার অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের আওতায় একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বুলেট ট্রেনের ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত প্রযুক্তি বোঝার পর, তা আত্মসাৎ করার পর এবং ভারতে তা বিকাশ করা যায়, তাতেই মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

ওয়ানাডের ঘটনায় ফের দুঃখপ্রকাশ রাহুলের, সরকারের কাছে সম্ভাব্য সব সহায়তার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): কেরলের ওয়ানাডে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় ফের দুঃখপ্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে রাহুল বলেছেন, ওয়ানাডে সেনাবাহিনী খুব ভালো কাজ করছে।ওয়ানাডের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী বুধবার লোকসভায় বলেছেন, 'ওয়ানাডে বিরাট দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ভালো কাজ করছে। আমি মনে করি, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ওয়ানাডের জনগণের পাশে থাকি এবং আমি সরকারকে অনুরোধ করছি ওয়ানাডের জনগণকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্য। দ্বিতীয়বারের মতো এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, এমন ৫ বছর আগেও ঘটেছিল। এটা স্পষ্ট যে, এই এলাকায় একটি পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে, তাই এর দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং হাই-টেক সমাধানকে সামনে আনা যেতে পারে, তাতে ভাল হবে।'

দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে আরএসএস-এর : জগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে আরএসএস-এর। বুধবার রাজ্যসভায় এই অভিমত ব্যক্ত করলেন উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেছেন, 'আমি এতদ্বারা বলছি, আরএসএস এমন একটি সংগঠন, যে সংগঠনের এই দেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশ নেওয়ার সম্পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।'রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনখড় আরও বলেছেন, 'এই সংগঠন অপ্রতিরোধ্য প্রমাণপত্র বহন করে, যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি লক্ষণীয় যে আরএসএস একটি সংগঠন হিসাবে দেশের কল্যাণ, আমাদের সংস্কৃতির জন্য অবদান রাখছে এবং প্রকৃতপক্ষে যে সংগঠন এই পদ্ধতিতে কাজ করছে তার জন্য প্রত্যেকেরই গর্ব করা উচিত।'

ভূমিধসে বিধ্বস্ত ওয়ানাড, ত্রাণ শিবির ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল বোস

ওয়ানাড, ৩১ জুলাই (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাড। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস বুধবার ওয়ানাডের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন এবং ভূমিধস-বিধ্বস্ত ওয়ানাডে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আহত অবস্থায় অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার হাসপাতালে গিয়েই আহতদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন রাজ্যপাল বোস। রাজ্যপাল বোস ত্রাণ শিবিরেও যান। গতকাল রাতেই দিল্লি থেকে তিনি সরাসরি কালিকটে পৌঁছন। আর বুধবার রাজ্যপাল বিভিন্ন হাসপাতাল ও ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন।

অমরনাথ যাত্রায় রেকর্ড, ৩২-দিনে দর্শন ৪.৭১ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই (হি.স.): চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রা ইতিমধ্যেই রেকর্ড গড়ে ফেলেছে, বিগত ৩২ দিনে রেকর্ড ৪ লক্ষ ৭১ হাজারের বেশি পূণ্যার্থী পবিত্র গুহা মন্দির দর্শণ করেছেন। এ ব্যাপারে গত বছরের রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। বুধবার সকালে এক হাজার ৬৫৪ জন পূণ্যার্থীর আরও একটি দল জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে বালতাল ও পহেলগাঁও-এর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ১৭টি গাড়িতে করে ৪৫৬ জন বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন।অন্যদিকে এক হাজার ১৯৮ জন যাত্রী ৩ টি গাড়িতে নুনওয়ান-পাহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত বছর মোট ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহা মন্দির দর্শন করেছিলেন।

চামোলিতে পাহাড়ধসে বন্ধ জোশীমঠের রাস্তা

চামোলি, ৩১ জুলাই (হি.স.): একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। যার জেরে জোশীমঠে যাওয়ার পথে ভয়াবহ ধসের ঘটনা ঘটেছে। ভেঙে পড়েছে পাহাড়ের একাংশ। বুধবার জোশীমঠের ভবানী জি মন্দিরের কাছে পাহাড় থেকে ধস নামার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সালুদ-ডুংরা সড়ক। জানা গেছে, আগামী চারদিন বন্ধ থাকবে এই রাস্তা। এর ফলে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে স্থানীয়দের।

এদিকে ২ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে মৌসম ভবন। পাশাপাশি ১ আগস্ট পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। উত্তরাখণ্ড-সহ দিল্লি, পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে দিল্লি, হরিয়ানা ও চন্ডীগড়েও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কেরলের জনগণের পাশে রয়েছে মোদী সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিধসে বিপর্যস্ত কেরলের ওয়ানাড। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা, এই সময়ে কেরলের জনগণকে আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কেরলের জনগণের পাশে রয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।অমিত শাহ বলেছেন, 'আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণেই ২৩ জুলাই আমরা এনডিআরএফ-এর ৯টি দল পাঠিয়েছিলাম এবং গতকাল আরও তিনটি দল পাঠানো হয়েছিল। এনডিআরএফের দলগুলি যেদিন পৌঁছেছিল,

প্রবল বৃষ্টি লখনউতে, জলমগ্ন হয়ে পড়ল উত্তর প্রদেশ বিধানসভা চত্বর

লখনউ, ৩১ জুলাই (হি.স.): দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এখন বর্ষার বৃষ্টির দুর্যোগ চলছে, বৃষ্টিতে বুধবার বেসামাল হয়ে পড়ল উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ। একনাগাড়ে মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল লখনউয়ের নানা প্রান্ত। জলমগ্ন হয়ে পড়ল উত্তর প্রদেশ বিধানসভা চত্বরও। উত্তর প্রদেশ বিধানসভার ভিতরেও বৃষ্টির জল ঢুকে যায়। জলমগ্ন অবস্থাতেই চলে যাতায়াত। শুধুমাত্র বিধানসভা চত্বর নয়, লখনউয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। ফলে যানবাহন চলাচল করে ধীর গতিতে।

দেবভূমিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, হরিদ্বার-সহ ৭টি জেলার জন্য সাবধানবাণী

দেহরাদূন, ৩১ জুলাই (হি.স.): দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। দেহরাদূন ও হরিদ্বার-সহ ৭টি জেলার জন্য এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) বুধবার জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন, চম্পাওয়াত, হরিদ্বার, নৈনিতাল, পাউরি গাড়ওয়াল, তেহরি গাড়ওয়াল এবং উধম সিং নগর জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রিয়েছে। এই জেলাগুলিতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সময়ে ভূমিধসের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে, হরিদ্বারে জল বাড়তে পারে গঙ্গায়। তাই প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নতুন রাজ্যপাল পেল ছত্তিশগড়, শপথ নিলেন রমেন ডেকা

রায়পুর, ৩১ জুলাই (হি.স.): নতুন রাজ্যপাল পেল ছত্তিশগড়। বুধবার ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন রমেন ডেকা। শপথ নেওয়ার পর রমেন ডেকা বলেছেন, 'আমি ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হতে পেরে খুবই খুশি। ছত্তিশগড় একটি উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে এগিয়ে যাবে এবং এ জন্য, আমি ছত্তিশগড় সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করব।'শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি বলেছেন, 'ছত্তিশগড়ের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন রমেন ডেকা। আমি তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই... অসমের সঙ্গে ছত্তিশগড়ের পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। ছত্তিশগড় থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তারা কয়েক প্রজন্ম ধরে সেখানে আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বিধায়ক এবং সাংসদ হয়েছেন। রমেন ডেকার নির্দেশনায় ছত্তিশগড় দ্রুত অগ্রগতি করবে।'

অসমের পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে পালিত হাতির হামলায় হত মাহুত

মরিগাঁও (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : অসমের মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত মায়ঙের পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে পালিত একটি হাতির হামলায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে মাহুতের। হাতির পদপিষ্ট হয়ে নিহত মাহুত তথা বনকর্মী হিরা কুমার দরং জেলার অন্তর্গত মঙ্গলদৈয়ের বাসিন্দা।

নিহত হিরা কুমার পবিতরা অভয়ারণ্যের বিক্রিম নামের একটি হাতির মাহুত হিসেবে নিযোজিত ছিলেন। সাম্প্রতিক বন্যার সময় পবিতরার পালিত ১১টি হাতি বুড়ামায়ং পাহাড়ে স্থানান্তর করেছিল বন দফতর। আরও কয়েকজন মাহুতের সঙ্গে হাতিগুলির দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন হিরা কুমার।

কিন্তু আজ বুধবার সকালের দিকে বুড়ামায়ং পাহাড়ে হাতিকে খাবার দেওয়ার সময় আচমকা মাহুত হিরাকে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলে বিক্রম নামের হাতি। জানা গেছে, এর আগেও আরও দুজনকে মেরেছে এই বিক্রম নামের হাতি।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল নিয়ে বুড়ামায়ং পাহাড়ে ছুটে যান বন দফতরের পদস্থ আধিকারিক এবং অন্য কর্মীরা। বনকর্তারা ঘটনাস্থল থেকে নিহত হিরা কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

পঞ্জাবের নতুন রাজ্যপাল হলেন গুলাব চাঁদ কাটারিয়া, বললেন এই পদ জনসেবার

চন্ডীগড়, ৩১ জুলাই (হি.স.): পঞ্জাবের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। বুধবার চন্ডীগড়ে আয়োজিত এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পঞ্জাবের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন গুলাব চাঁদ কাটারিয়া। পঞ্জাবের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গুলাব চাঁদ কাটারিয়া বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি আমাকে পঞ্জাবের দায়িত্ব দিয়েছেন। একজন ভালো পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এই পদ সাজসজ্জা নয়, এর জন্য প্রয়োজন জনগণের সেবা করা। আমি সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করতে অভ্যস্ত।'শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিনি বলেছেন, 'আমি গুলাব চাঁদ কাটারিয়াকে অভিনন্দন জানাতে চাই। পঞ্জাবের নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন তিনি। তিনি ৮ বারের বিধায়ক এবং একবারের সাংসদ। তিনি রাজস্থান সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। এর আগে তিনি অসমের রাজ্যপালও ছিলেন। তাই, আমরা তাকে কাজে লাগাব এবং একসঙ্গে আমরা পঞ্জাবের জনগণের কল্যাণে কাজ করব...আমি তাকে সম্মান করি, তিনি অভিজ্ঞ। আমরা সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাব।

.ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন অসমের প্রাক্তন সাংসদ বিজেপি নেতা রমেন ডেকা

ছত্তিশগড়ের উন্নয়নে কাজ করবেন, বলেছেন নবনিযুক্ত রাজ্যপালরায়পুর, ৩১ জুলাই (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন অসমের প্রাক্তন সাংসদ, বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা রমেন ডেকা। আজ বুধবার সকালে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে রায়পুরে অবস্থিত রাজভবনে ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রমেশ সিনহা রমেন ডেকাকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

নতুন রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্য বিশিষ্টদের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই, বিধানসভার অধ্যক্ষ রমন সিং, রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল এবং উচ্চপদস্থ আমলাবর্গ। নবনিযুক্ত রাজ্যপাল রমেন ডেকা বিশ্বভূষণ হরিচন্দনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

এদিকে শপথগ্রহণের পর নতুন রাজ্যপাল রমেন ডেকা বলেছেন, ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। বলেন, ছত্তিশগড় একটি উন্নয়নশীল রাজ্য হিসেবে এগিয়ে যাবে। এজন্য তিনি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পালন করবেন।এছাড়া ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই বলেছেন, ছত্তিশগড়ের নতুন রাজ্যপাল রমেন ডেকাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। অসমের সঙ্গে ছত্তিশগড়ের পুরনো সম্পর্ক। ছত্তিশগড়ের অসংখ্য মানুষ কয়েক দশক ধরে অসমের চা বাগানগুলিতে বসতি স্থাপন করেছেন। কয়েক প্রজন্ম কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিধায়ক এবং সাংসদও হয়েছেন। নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ডেকার দিকনির্দেশনায় ছত্তিশগড় দ্রুত অগ্রগতি লাভ করবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা তথা পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লোকসভায় অসমের মঙ্গলদৈ-এর সাংসদ রমেন ডেকাকে গত শনিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছত্তিশগড়ের নয়া রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

১৯৫৪ সালের ১ মার্চ কামরূপ জেলার অন্তর্গত শুয়ালকুচিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রমেন ডেকা। তাঁর বাবা সুরেন্দ্রনাথ ডেকা এবং চম্পাবতী ডেকা। মা ও বাবা, উভয়েই প্রয়াত। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রাগজ্যোতিষ কলেজ থেকে দর্শন ও অর্থনীতিতে স্নাতক রমেন ডেকা দীর্ঘ মেয়াদে ভারতীয় রাজনীতিতে বিচরণ করেছেন তিনি।

রমেন ডেকা অসম প্রদেশ বিজেপির সভাপতির পদও দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। প্রবীণ পোড়খাওয়া রাজনীতিক রমেন ডেকা ১৯৭৪-৭৫ সালে গৌহাটি ইউনিভার্সিটির কোর্ট মেম্বার ছিলেন। এর পর ১৯৭৭ সালে অসম প্রদেশ জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়োজিত হন তিনি।এর পর যথাক্রমে ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ২০০৫ সালে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র, প্রদেশ উপ-সভাপতি, উত্তরপূর্ব সমন্বয় পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য, জাতীয় কার্য্যনির্বাহী কমিটি এবং মেঘালয়ের প্রভারি ছিলেন তিনি।

২০০৬ সালে দলের অসম প্রদেশ সভাপতি, ২০০৯ সালে পঞ্চদশ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত, ২০০৯ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ২০১৪ সালের মে পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য।

২০১০ সালের ১ মে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সদস্য, ভারত-ভুটান সংসদীয় বন্ধুত্ব গ্রুপ সদস্য, অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি, সংসদীয় সদস্যের বৈঠকে সদস্যদের অনুপস্থিতি সংক্রান্ত কমিটির সদস্য, ডোনার এবং খনি মন্ত্রালয়ের কনস্যুলেটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন ডেকা।

এছাড়া একাধারে তিনি ২০১৪ সালের ১৬-তম লোকসভায় দ্বিতীয় মেয়াদে পুনরায় নির্বাচিত সাংসদ। ওই সালের ৯ জুন থেকে লোকসভায় চেয়ারপারসনের প্যানেল সদস্য ছিলেন।

২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট থেকে এস্টিমেট সংক্রান্ত কমিটির সদস্য, পরামর্শক কমিটির সদস্য, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রক এবং প্রবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রকের সদস্য, 'প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা'-র অধীন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য, ভারত-চিন সংসদীয় বন্ধুত্ব গ্রুপের সদস্য, চা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন রমেন।

এছাড়া ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য, ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে জেনারেল পারপাস কমিটির সদস্য, ওই সালেরই ৩ জুলাই থেকে অতিরিক্তভাবে এস্টিমেট কমিটির সাব-কমিটি-২-এর সদস্যপদে দায়িত্ব পান তিনি। ২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবার তকে পররাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়। ২০২১ সালের ২০ আগস্ট অসমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার তাঁকে আসাম স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ (এসআইটিএ)-এর ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছিল।

বুধবার অলিম্পিকে লক্ষ্য সেন, পিভি সিন্ধুদের দিকে চেয়ে থাকবে ভারতবাসী

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): বুধবার প্যারিস অলিম্পিকের পঞ্চম দিনে শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়াবিদদের দিকে নজর থাকবে ভারতের। তাঁরা হলেনঃ

লক্ষ্য সেন:প্যারিস অলিম্পিকে বুধবার লক্ষ্য সেনের জন্য লক্ষ্য তরুণ ম্যাভেরিক জোনাটান ক্রিস্টির সঙ্গে লড়াই করে বাজিমাত করা। লক্ষ্যর কাছে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। বুধবার এই লাইন অতিক্রম করতে পারলে পরের রাউন্ডে তিনি বন্ধু এইচএস প্রণয়ের মুখোমুখি হতে পারেন।

পিভি সিন্ধু: অলিম্পিক পদকের হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্যে রয়েছেন। বুধবার তিনি কুবা ক্রিস্টিনের মুখোমুখি হওয়ার সময় পারফরমেন্স ধরে রাখার লক্ষ্যে থাকবেন।

মনিকা বাত্রা: এবার প্যারিস অলিম্পিকের প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছানোর জন্য প্রথম ভারতীয় টেবিল টেনিস প্লেয়ার হয়ে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তিনি এখন দুর্দান্ত ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার মনিকার লক্ষ্য হবে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়ে আরও একটা ইতিহাস তৈরির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

লভলিনা বোরগোহাইন: বুধবার টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ জয়ীর সামনে সুনিভা হফস্ট্যাড। কঠিন প্রতিপক্ষ। এই লড়াইয়ে জয়ী হয়ে লভলিনা পরবর্তী রাউন্ডে তার টিকিট পাঞ্চ করার লক্ষ্যে থাকবেন।

যাচ্ছিলেন ওয়ানাডে, দুর্ঘটনার কবলে কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জের গাড়ি

ওযানাড, ৩১ জুলাই (হি.স.): ভূমিধসেব জেবে বিপর্যস্ত ওযানাড জেলায যাওযাব পথে দুর্ঘটনাব কবলে পড়ল কেবলেব স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জেব গাড়ি। বুধবাব সকাল ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ একটি স্কুটাবকে বাঁচাতে গিযে বিদ্যুতেব পোস্টে ধাক্কা মাবে বীনা জর্জেব গাড়ি। দুর্ঘটনাব পবেই মন্ত্রীকে হাসপাতালে নিযে যাওযা হযেছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হযেছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীব আঘাত গুবুতব নয।ওযানাডে যাওযাব সময বুধবাব সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ মাঞ্জেবিব চেত্তিযাঙ্গাদিতে একটি বৈদ্যুতিক পোস্টে ধাক্কা মাবে মন্ত্রীব গাড়ি। স্কুটাব আবোহীদেব বাঁচাতে গিযে মন্ত্রীব গাড়ি দুর্ঘটনাব কবলে পড়ে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জকে হাসপাতালে ভর্তি কবা হযেছে। স্কুটাব আবোহীদেবও হাসপাতালে ভর্তি কবা হযেছে।

লাদাখে গলছে হিমবাহ, চিন্তিত আবহবিদরা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): ক্রমশই গোটা বিশ্বে বাড়ছে তাপমাত্রা। আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির তালিকায় আছে লাদাখও। জানা গেছে, লাদাখে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গলতে শুরু করেছে হিমবাহ। এই বিষয়ে আইএমডি ডিরেক্টর সোনম লোটাস বলেছেন, তীব্রভাবে তাপমাত্রার বৃদ্ধি, তাও আবার লাদাখে, সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। হিমবাহ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খুবই মূল্যবান। আমরা এই হিমবাহ থেকে জল পাই। তাপমাত্রা এভাবে বাড়তে থাকতে আরও হিমাবাহ গলতে থাকবে। যা বড়ই উদ্বেগের বিষয়। প্রাকৃতিক বিপরয় ঠেকানো কার্য্যত অসম্ভব। মানুষকে সচেতন হতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারুদের নিয়ে যৌন বৈষম্যবাদী মন্তব্য করায় বরখাস্ত ধারাভাষ্যকার বব বালার্ড

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকে মহিলাদের ৪ অ ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে সাঁতার চলার সময় অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারুদের নিয়ে যৌন বৈষম্যবাদী মন্তব্য করায় বরখাস্ত হলেন অভিজ্ঞ ধারাভাষ্যকার বব বালার্ড। তার এই মন্তব্য ভিডিওতে ভাইরালের পর তাকে বরখাস্ত করেছে অলিম্পিকের ধারাভাষ্যকার প্যানেল। বব বালার্ড ধারাভাষ্যের সময় বলে উঠেন,

অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে বসা ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করল আগরতলা পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: আগরতলা পুর নিগমের টাক্স ফোর্স বাহিনী আবারো ফুটপাত দখল মুক্ত অভিযানে সামিল হয়েছে। পুরানো মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে যেসব দোকানে বেআইনিভাবে সরকারের জায়গা জবরদখল করে ব্যবসা করছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকাকে বেআইনি জবরদখলমুক্ত করার জন্য পুর নিগমের তরফে প্রতিনিয়তই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার পুরনো মোটরস্ট্যান্ড থেকে চন্দ্রপুরে আসার পথে রাস্তার দুপাশে যেসব দোকানপাট বেআইনিভাবে অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠেছে সেগুলি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চন্দ্রপুর পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হবে বলে অভিযানকারী দলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এসব অবৈধ জবরদখল তাদের কারণে যাতায়াতে অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি রাস্তার দুপাশ জবরদখল করার ফলে যাতায়াতে অসুবিধা হওয়ার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। সে কারণেই পুরো নিগমের টাক্স ফোর্স বাহিনী এ ধরনের অভিযানে নেমেছে বলে জানানো হয়েছে।

বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

১০০টিরও বেশি টহল চালানো হয়েছে। এতে দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা আরও জোরদার হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থীদের নিরাপদভাবে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিএসএফ এখন পর্যন্ত ৯০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে নিরাপদে ভারতের প্রবেশ করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে, সীমান্ত এলাকায় অ-প্রাণঘাতী অস্ত্র থেকে গুলি চালানোর ৫৬টি ঘটনা ঘটেছে যেখানে সীমান্তের আন্তঃসীমান্ত অপরাধী এবং অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিরোধ করতে ৭০ রাউন্ডেরও বেশি গুলি চালানো হয়েছিল। এটি নির্ভরযোগ্যভাবে জানা গেছে যে গুলির কারণে ৬ আন্তঃসীমান্ত অপরাধী আহত হয়েছে।

৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে যার মধ্যে রয়েছে ৮৪.৬ টন চিনি, ১২৬৯২টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৬০ কেজি গাঁজা, ৫৬৬৯ বোতল কোডিন ভিত্তিক সিরাপ, ১৮০টি গবাদি পশু একক অথবা যৌথ অভিযানে বিএসএফ সৈন্যরা এক মাসেই আটক করতে সমর্থ হয়েছে। জুলাই ২০২৪ এ আরও ৭৮ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী (৭১ বাংলাদেশী নাগরিক এবং ৬জন রোহিঙ্গা অবৈধ অভিবাসী), ২৩ জন ভারতীয় নাগরিককে আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের সাথে জড়িত এবং ৮ জন দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যারা অবৈধ অনুপ্রবেশ সহায়তা করেছিল। চলতি মাসে বন বিভাগের সঙ্গে যৌথ অভিযানে ৭৬ হাজার গাঁজার গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

আইজি আরও বলেছেন যে বিএসএফ ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে এবং সমস্ত আন্তঃসীমান্ত অপরাধ এবং অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে তার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে।

পরিষদ

● প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের তরফে রতন দত্ত জানান, আজ মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি শেষ হয়েছে। ২৮ টি মনোনয়ন পত্র বৈধ রয়েছে। আগামীকাল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এবারে নির্বাচনে আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চ বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

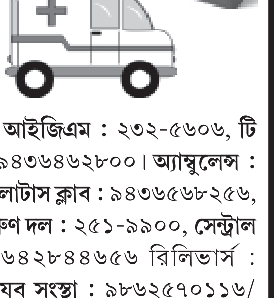

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাশ্মীর থেকে এক মহিলাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ক্যানিং, ৩১ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীরে কাজে নিয়ে গিয়ে এক মহিলাকে বিক্রি করে দিয়ে আসার অভিযোগ ওঠে ছেলে বউমার বিরুদ্ধে। আনাড়ি শেখ নামে ওই মহিলা বাড়ি ফিরতে না পেরে কোনওমতে নিজের বোনের কাছে ফোন করেন। দিদির এই অবস্থার কথা শুনে মেয়ে নাজমা শেখকে দিয়ে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আনাড়ির বোন। গত ১৯ জুলাই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় আনাড়ির ছেলে সাহেব শেখকে।

যদিও সাহেবের দাবি ছিল, মা নিজে থেকেই বাড়ি ফিরতে চায়নি। ক্যানিংয়ের গোয়ালা পাড়ার বাসিন্দা আনাড়ি। ছেলে সাহেব ও বউমা সোনালির সঙ্গে কাজের জন্য গিয়েছিলেন কাশ্মীরে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, সেখানে বউমার সঙ্গে ঝামেলা হলে আনাড়িকে ফেলে রেখেই ছেলে বউমা চলে আসে ক্যানিংয়ে। এদিকে আনাড়ির কাছে টাকা পয়সা না থাকায় সে ফিরতে পারছিল না। সেই কারণে বোনকে ফোন করে সে মিথ্যা কথা বলে। ছেলে বউমা তাঁকে বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ জানায় সে। গত ২৪ তারিখে ক্যানিং থানার সাব ইনেস্পেক্টর শুভঙ্কর করণের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল রওনা দেয় কাশ্মীর। সেখানকার সৌরা থানার পুলিশের মদতে শ্রীনগরের লালচক এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় আনাড়িকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে ক্যানিংয়ে ফেরে পুলিশের দলটি। বুধবার আনাড়ির গোপন জবানবন্দীর জন্য আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ সভায় হাজির বিজেপি নেত্রী জয়া প্রদা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): দিল্লির পড়ুয়া মৃত্যুতে তোলপাড় রাজধানী। বুধবার এই নিয়ে এক প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী জয়া প্রদা। উল্লেখ্য, বুধবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শিক্ষার্থীরা। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র-ছাত্রীরা। এক ছাত্রী জানিয়েছেন, 'আমাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় আমরা আন্দোলন করছি। তবে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যার সমাধানের জন্য আমরা আশাবাদী। আমরা ক্রমাগত দিল্লি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি এবং আমরা একটি ফলপ্রসূ ফলাফলের আশা করছি।'প্রসঙ্গত, গত শনিবার ওল্ড রাজেন্দ্র নগরের একটি কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে বৃষ্টির জমা জল ঢুকে মৃত্যু হয় তিন পড়ুয়া। তিনজনই ইউপিএসসি পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে ওই কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর জানা যায় বেসমেন্টে অবৈধভাবে কোচিং সেন্টারের লাইব্রেরি বানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

চিঠি সুশান্তের

● প্রথম পাতার পর

বিলম্বের কারণ। এই সেটআপ আরও ট্রেন চালানো বা নতুন পরিষেবা চালু করতে বাধা সৃষ্টি করছে। তাই এই রুটে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, আগরতলা-সাব্রুম রেললাইনটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য রাজ্য এবং বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও যোগাযোগের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগরতলা-সাব্রুম রেলওয়ে প্রকল্পের ডাবল লাইন রেল ট্র্যাককেও অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য রেল মন্ত্রককে অনুরোধ জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

৮ বাংলাদেশী আটক

● প্রথম পাতার পর

কাঁটাতারের বেড়ার কাটা অংশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই দালালই ১ হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের নকল ভারতীয় পরিচয় পত্র আঁধার কার্ড বানিয়ে দিয়েছেন। আজ আমেদাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জানান, আগরতলা বিমানবন্দরে কিছু লোক সন্দেহভাজন ভাবে ঘোরাফেরা করছেন এই খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাদের আটক করেন এবং তারা ধরা পড়ে যান। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের বিষয়টি তারা স্বীকার করেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং আজই তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানান তিনি।

আটককৃতরা হলেন, বাংলাদেশের নোয়াখালী,গোপালগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মায়মনসিংহ,জামালপুর জেলার লাকি আক্তার, সিমা খরা,মোহাম্মদ সোহাগী আক্তার,রেহেনা শেখ,মিস ফাতেমা এবং তাদের সঙ্গে ২ শিশু।

জিষ্ণু দেববর্মা

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দেবেন জিষ্ণু দেববর্মা। উল্লেখ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম ত্রিপুরা থেকে একজনকে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডাকঘরে আগুন

● প্রথম পাতার পর

লাগার দৃশ্য হঠাৎ দেখতে পায়। সাথে সাথে দমকল বাহিনীর কর্মীদের খবর পাঠিয়েছেন তাঁরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মণিপুরের ঊনবিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ লক্ষ্মণ প্রসাদর

ইমফল, ৩১ জুলাই (হি.স.) : মণিপুরের ঊনবিংশতম রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্য। আজ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টায় ইমফলে অবস্থিত রাজভবনের দরবার হল-এ নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন মণিপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সিদ্ধার্থ মৃদুল। বিদায়ী রাজ্যপাল সুশ্রী অনুসুইয়া উইকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন লক্ষ্মণ প্রসাদ। উল্লেখ্য, গত বছর ২০২৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মণিপুরের রাজ্যপাল পদে শপথ নিয়েছিলেন অনুসুইয়া উইকে।নবাগত রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং, মণিপুর বিধানসভার অধ্যক্ষ টি সত্যব্রত সিং, রাজ্যের সব মন্ত্রী ও বিধায়কবর্গ, মুখ্যসচিব ড. বিনীত জোশি, ডিজিপি রাজীব সিং, পুলিশ ও আধাসেনা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকগণ, রাজভবনের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিজেপির নেতৃবর্গ এবং বহু সরকারি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।শপথগ্রহণ পর্বের পর মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্যকে মণিপুরের অতিরিক্ত দায়িত্ব নেওয়ার জন্য স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি রাজ্যের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক অগ্রগতির জন্য আগামী বছরগুলিতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ, জানান মুখ্যমন্ত্রী সিং।প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে অসমের ৩২-তম রাজ্যপাল হিসেবে পদ ও গোপনীয়তার শপথ নিয়েছেন লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্য। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস বিজয় বিশ্বোই।

গতকাল গুয়াহাটিতে অসমের রাজ্যপাল পদে শপথ নিয়ে বিকালের দিকে তিনি চলে আসেন ইমফলে। ইমফল বিমানবন্দরে লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্যকে উষ্ণ স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ, রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী, কয়েকজন বিধায়ক, মুখ্যসচিব, নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ডিজিপি এবং রাজভবনের অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।প্রসঙ্গত, ৫৯ বছর বয়সি লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্যকে অসম ছাড়াও মণিপুরের রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

চন্দ্রবোড়ার কামড় খেয়ে হাতের শিরা কাটলেন প্রৌঢ়, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে

ক্যানিং, ৩১ জুলাই (হি.স.): অন্যের বাড়িতে কাজ করার সময় বাঁ হাতের আঙুলে ছোবল মারে চন্দ্রবোড়া সাপ। বিষধর এই সাপের ছোবল খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন শঙ্কর দে নামে বছর বাহান্নর এক দিনমজুর। সুভাষগ্রাম পেটুয়া এলাকার ঘটনা। চন্দ্রবোড়া বিষধর সাপ তা বিলক্ষণ জানেন শঙ্কর। তাই সেইসময় যেমন সাপটিকে ধরে আছড়ে মেরে ফেলেন, তেমনই সাপের বিষ যাতে শরীরে মিশে না যায়, কিডনিকে অকেজো করে না দেয় সেই কারণে ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের বাঁ হাতের শিরা কেটে ফেলেন তিনি। এই ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি।

শঙ্করের দাবি, কাটা শিরা দিয়েই বিষাক্ত রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কাটা হাত দিয়ে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হতে শুরু করলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। বুধবার দুপুরে এই ঘটনার পর প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে সুভাষগ্রাম ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় শঙ্করকে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। শঙ্কর বলেন, "চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় খেলে কিডনি অকেজো হয়ে যায়। সাপের বিষ যাতে সারা শরীরে মিশে না যায় সেই কারণে হাতের শিরা কেটে ফেলি। বাড়ি থেকে হাসপাতাল ২৫ মিনিটের দূরত্ব, তাই হাত কেটে বিষ বের করে দেওয়ার চেষ্টা করি। সাপটি যাতে ডাক্তাররা চিনতে পারেন সেই কারণে সেটিকেও মেরে হাসপাতালে নিয়ে আসি।" শঙ্করের এই কান্ড কারখানায় হতবাক চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি সাপে কামড়ালে সাপ ধরে বা মেরে নিয়ে হাসপাতালে আসার কোনও দরকার নেই। রোগীর শারীরিক অবস্থা দেখেই চিকিৎসা করা সম্ভব। পাশাপাশি শঙ্কর যেটা করেছেন সেটা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে করেছেন। হাতের শিরা কেটে দিলেই বিষ যে শরীরের বাকি অংশের রক্তে মিশবে না সেই ধারনাটাই ভুল। সাপে কাটা রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, "এই ভাবে হাত কেটে নিয়ে আসার কোন যৌক্তিকতা নেই। আমাদের শরীরে এত দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয় যে এভাবে হাতের শিরা কেটে বিষ বের করে দেওয়া সম্ভব নয়। এতেই বরং প্রাণহানির সম্ভবনা বেড়ে যায়। পাশাপাশি সাপ ধরে বা মেরেও হাসপাতালে নিয়ে আসার কোন দরকার নেই।" তিনি আরও বলেন, "চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে শরীরের রক্ত তঞ্চন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। সেটা নষ্ট হলে যেখানে সাপের কামড় ঘটেছে বা যেখানে উনি হাত কেটেছেন সেখান দিয়ে রক্তক্ষরণ আটকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে সাপে কামড়ালে দ্রুত হাসপাতালে আসাই একমাত্র উপয়ায়।"

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের প্রতিবাদে বিজেপি সদস্যদের অবস্থান বড়জোড়ায়

বাঁকুড়া, ৩১ জুলাই (হি.স.): জেলার অন্যতম বৃহৎ গ্রাম পঞ্চায়েত বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সহ একাধিক অভিযোগে পঞ্চায়েত অফিসের দরজায় ধর্না অবস্থান করেন বিরোধী বিজেপি সদস্যরা। বড়জোড়া পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদের সংখ্যা হল ৩০। তার মধ্যে বিরোধী বিজেপির সদস্য সংখ্যা ১১। বিজেপির অবস্থানকে পঞ্চায়েত প্রধান সোমা মন্ডল বলেন বিজেপি সদস্যরা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন দরজা আটকে রেখে। কারন বহু উপভোক্তা এদিন পরিষেবা না পেয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এটা জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে কাম্য নয়। পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা গোবিন্দ ঘোষের অভিযোগ, দামোদর নদের মানাচর এলাকার বাসিন্দারা ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রধান সব জেনেও রাস্তা মেরামতির কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না। বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেকটি নিকাশি নালা মজে গেছে। বর্ষার আগেই এগুলি পরিষ্কার করে সংস্কার করার কথা ছিল কিন্তু তা না হওয়ায় মানুষের সমস্যা হচ্ছে কিন্তু সেদিকে নজর নেই পঞ্চায়েত প্রশাসনের। গোবিন্দ বাবুর অভিযোগ, উপভোক্তারা পরিষেবা পাক বা না পাক সংশ্লিষ্ট সকলের নজর দামোদর নদের বালি ঘাট গুলির দিকে, মোরাম খাদান, কয়লা খনি, ও বিভিন্ন কারখানা গুলির দিকে। এই সব জায়গা গুলি থেকে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলে এনওসি বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হয়। সেসবের হিসাব দেওয়া হয় না। কারখানায় নিজেদের লোক নিয়োগ করা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন পঞ্চায়েত প্রধান থেকে বিধায়ক বলে দাবি করেন বিজেপির যুব নেতা সোমনাথ কর। তিনি বলেন অবিলম্বে পথবাতি লাগাতে হবে, রাস্তা ও নিকাশি নালা সংস্কার এবং পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের হিসাব দিতে হবে এই মর্মে তারা ৬ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধানকে।বিজেপির এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, পঞ্চায়েতের বিরোধী সদস্যরা নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। ওদের পঞ্চায়েত সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তাই এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। চ্যালেঞ্জ করছি দম থাকলে প্রমাণ করুন কোথায় দুর্নীতি হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান সোমা মন্ডল বলেন, এতবড় এলাকা। প্রচুর কাজ হচ্ছে। মানাচরের রাস্তা সারাই ও নিকাশি নালা সংস্কারের জন্য টেন্ডার ডাকা হবে। তিনি বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা দরজা আটকে রেখে হইচই না করে যেকোনও দিন অফিসে বসে নিজস্ব তহবিলের হিসাব নিয়ে যেতে পারেন। এই আশ্বাস পাওয়ার পর বিজেপি সদস্যরা বিক্ষোভ অবস্থান প্রত্যাহার করেন।

ধলাই জেলায় ঢালাও প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ৩১ জুলাই:ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ধলাই জেলার জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৭ নং আসনের বিজেপি দলের প্রার্থী অনাদি সরকার প্রতিটি পঞ্চায়েতগুলিতে প্রতিদিন জোরদার ভোট প্রচার করে এগিয়ে চলছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধলাই জেলার জেলা পরিষদ সাত নং আসনে এবার দু'মুখি লড়াই হচ্ছে। ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সাত নং আসন। পঞ্চায়েত গুলি হল, বড়লুতমা, শান্তির বাজার, আভাঙ্গা,চানকাপ, জামথুম ও ডাব বাড়ী। মোট ভোটার ৯ হাজার ২শ ৯২ জন।এই আসনে বিজেপি দলের প্রার্থী অনাদি সরকার। তিনি ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি।গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধলাই জেলা পরিষদের ১ নং আসন থেকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে ছিলেন। এবার তিনি জেলা পরিষদের ৭ নং আসন থেকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উনার প্রতিদ্বন্দ্বি কংগ্রেস প্রার্থী সতীশ দাস। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আর মাত্র ৮দিন বাকি। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সতীশ দাস এখনো ভোট প্রচারে নামে নি।উল্লেখিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির ভোটারদের কাছে পরিচিতি নেই। সেটাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপির হেবি ওয়েট প্রার্থী অনাদি সরকার পঞ্চায়েত গুলিতে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রচার করে অনেক এগিয়ে রয়েছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শান্তির বাজার আভাঙ্গা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করেছেন।এতে ব্যাপকভাবে সাড়া পান। ভোট প্রচার করার মধ্যে ধলাই জেলার জেলা পরিষদের ৭ নং আসনের বিজেপি প্রার্থী অনাদি সরকার বলেন, ভোট প্রচারে এসে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিবে। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, কিষান নিধি, প্রধানমন্ত্রী আবাসন প্রকল্পে ঘর সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। এর আগে একটা সরকার ছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদার জুলুম করতো। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। মানুষের পাশে থেকে বিজেপি কাজ করছে।

এডিনগর স্কুলে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই:বুধবার এডিনগর স্কুলে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার ,কর্পোরেটর অলক রায় , অভিজিৎ মল্লিক সহ অন্যান্যরা। জুলাই মাস ব্যাপী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার অরুন্ধতী নগর স্কুলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে মেয়র বলেন, ক্রমাগত বৃক্ষ ছেদনের ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের যোগান দেয় গাছ। গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় উষ্ণায়ন বাড়ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সচেতন নাগরিকসহ ছাত্র-ছাত্রীদের বৃক্ষ রোপনের এগিয়ে আসার জন্য মেয়র আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেককে মায়ের নামে একটি করে গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকে মাকে যেমন ভালোবাসি এবং যত করি,ঠিক তেমনিভাবে মায়ের নামে গাছ লাগানো হলে গাছকেও যত্ন করা হবে বলে মনে করেন তিনি।

পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বাম দুই ছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: রাজ্যের স্কুল কলেজে শিক্ষক সংকট দূরীকরণ সহ ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাম দুই ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং টিএসইউ। এসএফআই -এর রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া পরিকল্পনা করছে। দীর্ঘদিন ধরে স্কুলগুলি শিক্ষক স্বল্পতা ভুগছে। কিন্তু সমস্যা নিরসনের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না সরকার। ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এসএফআই এবং টিএসইউ-এর তরফ থেকে পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে।দাবিগুলো হল, সরকারী স্কুল বন্ধ করা যাবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ বিদ্যাজোতি প্রকল্প বাতিল করা, স্কুল কলেজে শিক্ষক সংকট দূরীকরণ, সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে পড়াশোনা খরচ কম করা এবং নিয়মিত স্টাইপেন্ড প্রদান করতে হবে।

উদ্ধারকাজ

● প্রথম পাতার পর

সেই কারণেই ২৩ জুলাই আমরা এনডিআরএফ-এর ৯টি দল পাঠিয়েছিলাম এবং গতকাল আরও তিনটি দল পাঠানো হয়েছিল। এনডিআরএফের দলগুলি যেদিন পৌঁছেছিল, সেদিন তারা সতর্ক হয়ে গেলে অনেক কিছু বাঁচানো যেত। তবে এই সময় সরকার ও কেরলের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর। দলমত নির্বিশেষে নরেন্দ্র মোদী সরকার কেরলের জনগণের পাশে আছে ও থাকবে।'

কেরলের ওয়ানাডে ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় ফের দুঃখপ্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে রাহুল বলেছেন, ওয়ানাডে সেনাবাহিনী খুব ভালো কাজ করছে।ওয়ানাডের প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধী বুধবার লোকসভায় বলেছেন, 'ওয়ানাডে বিরাট দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ভালো কাজ করছে। আমি মনে করি, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা ওয়ানাডের জনগণের পাশে থাকি এবং আমি সরকারকে অনুরোধ করছি ওয়ানাডের জনগণকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্য। দ্বিতীয়বারের মতো এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, এমন ৫ বছর আগেও ঘটেছিল। এটা স্পষ্ট যে, এই এলাকায় একটি পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে, তাই এর দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং হাই-টেক সমাধানকে সামনে আনা যেতে পারে, তাতে ভাল হবে।'

ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডে পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, এটি একটি অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক বিপর্যয়। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, ওয়ানাডে উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। এটি একটি অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক বিপর্যয়। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ১৪৪টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে- ৭৯ জন পুরুষ ও ৬৪ জন মহিলা। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ১৯১ জন। দুর্যোগ এলাকা থেকে যতটা সম্ভব মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।"

বাসিন্দারা

● প্রথম পাতার পর

তোলা হয়েছে। আজ এই খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে যান প্রশাসনের আধিকারিক তথা অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস,ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ পুলিশ বাহিনী।

এলাকার জনগণের সাথে কথা বলে ঘটনা জানার চেষ্টা করেন এবং পরবর্তী সময়ে এটিকে একটি কুসংস্কার বলে জনগণকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এলাকার জনগণ এ বিষয়ে থেকে ফিরে আসতে চাইছে না।

পরবর্তী সময়ে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকায় একটি স্বাস্থ্যশিবির এবং আলোচনা সভা করা হবে বলে এলাকাবাসীকে জানান। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা এই ঘটনাটি ঘিরে গোটা এলাকার জাতি জনজাতি মানুষের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্ক বিরাজ করছে।

পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের লোক এলাকা ছাড়া, ঘর ছাড়া অসহায় কলিঙ্গ ত্রিপুরা ও তার পরিবারের সাথে দেখা করেন। তিনি প্রশাসনের কাছে তার করুন অবস্থা তুলে ধরেন। বলেন উনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না অযথা তাকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে এখন স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হচ্ছে নেই কোন খাবার দাবার।

তিনি আরো জানান প্রথমে যে বাড়িতে ছিলেন সেখানে এসে এলাকাবাসী বাড়ির মালিকসহ তাকে হুমকি প্রদান করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। বর্তমানে তিনি এবং তার পরিবার প্রচন্ড ভয়-ভীতির মধ্যে দিনযাপন করছেন অনাহার অর্ধাহারে। তাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে তিনি প্রশাসনের কাছে প্রাণভিক্ষা চান কলিঙ্গ ত্রিপুরা।

এখন দেখার বিষয় এলাকার মানুষদের মধ্যে ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক দূর করতে প্রশাসন কতটা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পাশাপাশি নিরীহ কলিঙ্গ ত্রিপুরা ও তার পরিবার প্রশাসনের সহায়তায় আবার নিজ ঘরে ফিরে যেতে পারে কিনা। বর্তমান সময়েও কুসংস্কার যে জনজাতিদের কুরে কুরে খাচ্ছে তারা আবার প্রমাণ পাওয়া গেল এই ঘটনায়। জনজাতিদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিছু চতুর দুষ্ট জনজাতি নিজেদের ওঝাই বলে দাবি করা লোক গ্রামের এই গরিব পরিবার গুলিকে চিকিৎসার নামে শোষণ করছে বলে জানা যায়।

প্রত্যেকটি পরিবার এই রোগ থেকে মুক্ত হতে এই দুষ্ট ও বোঝাইদের হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল এবং বাড়ির অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে দিয়ে দিচ্ছে অনায়াসে।এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস। প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য কুসংস্কার থেকে মানুষকে তুলে আনা।

স্পোর্টস স্কুলের বিজয় রথ থামিয়ে বি ডিভিশনে প্রথম জয় মৌচাকের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো মৌচাক ক্লাব। টানা ৩ ম্যাচ ড্র করে চতুর্থ ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো মৌচাক। তাও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিজয় রথ থামিয়ে। ঘরোয়া বি-ডিভিশন লিগে বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের টানা জয়ের গতিময় রথ কে আটকে দিয়ে লিগে প্রথম জয় তুলে নেয় মৌচাক ক্লাব। ম্যাচে স্পোর্টস স্কুল কে ৩-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাব। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। প্রথমার্ধের একমাত্র গোল খেলার ৩১ মিনিটের মাথায়। মৌচাকের আর. স্টপেশ-এর পা থেকে। প্রথমার্ধে দু''দলের খেলোয়াড়রাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ লড়লেও দ্বিতীয় কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও মৌচাকের আক্রমণাত্মক খেলার স্টাইল। ৬৫ মিনিটের মাথায় মনীষ দেববর্মা এবং ৭৩ মিনিটের মাথায় লালবিয়াক ডেকা পরপর দুটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-৯ হয়। ত্রিপুরার স্পোর্টস স্কুল যেন পিছু হটতে থাকে। তবে খেলার ৮০ মিনিটের মাথায় স্পোর্টস স্কুলের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার বিলাস দেববর্মা একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে চেষ্টার ত্রুটি না রাখলেও খেলার ফলাফলে আর কোনও পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। এদিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচে জয়ের ফলে মৌচাকের সংগ্রহে রয়েছে ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, খোকন সাহা, তপন কুমার নাথ ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: বেলা দুইটায় পুলিশ আরসি বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব। বিকেল চারটায় এনএসআরসিসি বনাম কল্যাণ সমিতি। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

জুনিয়র বালিকাদের জাতীয় ফুটবলে মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে বিদায় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় ম্যাচেও পরাজিত হলো ত্রিপুরা। রাজস্থানের কাছে আট গোলে পরাজয়ের পরে রাজ্য দলের বিদায়ের ঘন্টা ধ্বনি শোনা গেছিল। গ্রুপ লিগে নিজেদের অন্তিম ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কাছে আজ, বুধবার ১-৬ গোলে একপ্রকার পর্যুদস্ত হয়ে ঘরে ফিরছে রাজ্য দল। কর্নাটকের বেলগামে জুনিয়র বালিকাদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন শিপে ত্রিপুরার মেয়েরা তিন ম্যাচে ১৫ গোল হজম করে বাড়ি ফিরছে।

তবে প্রথম ম্যাচে ছয় গোলে পন্ডিচেরি কে হারিয়ে শিবিরে আশার আলো জাগিয়ে তুললেও দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানের কাছে আট গোলে হেরে মনোবল অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিল। আজ, বুধবার তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে মহারাষ্ট্র ছয়-এক গোলে ত্রিপুরাকে হারিয়ে নিজেদের টানা দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। টুর্নামেন্টের বি গ্রুপে একটি দল, লাক্ষাদ্বীপ অংশ নেয়নি বলে ৪ দলীয় গ্রুপ লীগে আপাতত মহারাষ্ট্র পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দুই ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্টের পাশাপাশি গোল ব্যবধানের নিরিখে। রাজস্থান রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে সমসংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে। ত্রিপুরা তিন ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট নিয়ে চার দলীয় গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ঘরে ফেরার টিকিট কেটে নিয়েছে। আজ, বুধবার বিকেল পাঁচটায় বেলগামে স্পোর্টিং প্ল্যানেট সেন্ট্রাল স্কুল গ্রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রথম থেকে ত্রিপুরার মেয়েরা আক্রমণাত্মক খেলে ১৩ মিনিটের মাথায় কুন্তি ওড়াংয়ের গোল ত্রিপুরা দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়। পরবর্তী ১২ মিনিট এই জয় ধরে রাখলেও কার্যত এর পর ত্রিপুরার মেয়েরা এতটাই ছন্দহীন হয়ে পড়ে, মহারাষ্ট্রের মেয়েরা একে একে দুই অর্ধে ছয়টি গোল করে ত্রিপুরাকে পর্যুদস্ত করে ছাড়ে। প্রথমার্ধের খেলা কিন্তু এক-এক গোলে ড্র ছিল।

দ্বি-মুকুটের লক্ষ্যে নাইন বুলেটস-এর ফুটবলাররাও মাঠে অনুশীলনে ব্যস্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।২০১৬ সালে প্রথম ডিভিশন লিগে শিরোপা দখল করেছিলো নাইন বুলেটস ক্লাব। চ্যাম্পিয়ন হবার পরের বছর থেকেই দল নানাবিধ ব্যর্থতার কারনে প্রথম ডিভিশন থেকে অবনমন হয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে চলে আসে। দীর্ঘ ৭ বছর পর এবছর আবারও পুরানো ছন্দে দল গঠন করে প্রথম ডিভিশনের পাশাপাশি রাখালশিল্ড নক আউটে অংশ গ্রহন করবে নাইন বুলেটস ক্লাব।

গতবছর কোচ কর্নেন্দু দেববর্মার প্রশিক্ষণে নাইন বুলেটস বি-ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবছর এ-ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয়। ২০২৪-২৫ সালে এ-ডিভিশন লিগ ও নক আউটকে সামনে রেখে কোচ কর্নেন্দু দেববর্মা প্রশিক্ষনে দলের ফুটবলাররা নেমে পড়লেন অনুশীলনে। ২০১৬ সালে যখন নাইন বুলেট ক্লাব এ-ডিভিশনে চ্যাম্পিয়নের খেতাব দখল করেছিলো তখনও কোচ ছিলেন কর্নেন্দু দেববর্মা। দলের ফুটবল প্রশিক্ষক কর্নেন্দু দেববর্মার প্রশিক্ষণে গতবছর বি-ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন দল এবছর নক আউট ও লিগে জোড়া সাফল্য পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বুধবার থেকে দলের ফুটবলারদের নিয়ে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়লেন কোচ কর্নেন্দু দেববর্মা। টার্গেট একটাই ভালো খেলা উপহার দেয়া।

ভালো খেলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে অনুশীলনে ব্যস্ত এগিয়ে চল-র ফুটবলাররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।২০২৩-২৪ সালের দ্বি-মুকুট জয়ী এগিয়ে চলো সংঘ। এবছরও শক্তিশালী দল নিয়ে মাঠে নামছে। কোচ সুজিত হালদারের প্রশিক্ষণে এগিয়ে চলো সংঘ টানা ৩ বার রাখাল শিল্ড ও দুবার লিগে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছে। এবছরও লিগে চ্যাম্পিয়নের হ্যাট্রিক করার পাশাপাশি রাখালশিল্ড এ চ্যাম্পিয়ন ধরে রাখার জন্য দলের ফুটবলারদের নিয়ে কোচ সুজিত হালদার জোর কদমে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ২৯ জুলাই থেকে কয়েকজন ফুটবলার নিয়ে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু করেছিলো এগিয়ে চলো সংঘ। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পর বুধবার থেকে পুরো দমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে ফুটবলালরা। কোচ সুজিত হালদার ও সহকারী কোচ জন ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে দলের ফুটবলাররা।

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল: ফ্রান্সকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে পেল আর্জেন্টিনা

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা---ফ্রান্স। কোপা আমেরিকা জয়ের পর ফ্রান্সকে নিয়ে আর্জেন্টিনার সমর্থক ও খেলোয়াড়রা যেভাবে অপমানজনক ও বর্ণবিদ্বেষী ভাষায় গান গেয়েছেন ও মন্তব্য করেছেন, তাতে ফরাসিরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। পরে এনিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হলে ফ্রান্স সরকারের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে আর্জেন্টিনা সরকার।এতকিছুর পর আবারও আগামী শুক্রবার রাতে বোর্দোয় সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই দল। মার্শেইয়ে মঙ্গলবার রাতে নিউজিল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়ে 'এ' গ্রুপের শীর্ষ-এ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে গেছে স্বাগতিকেরা। আর লিওঁতে এর আগে আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে ইউক্রেনকে হারিয়ে 'বি' গ্রুপে রানার্স হয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে দুবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দুটি দেশ সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে। লুসাইলের সেই ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা।

ইউক্রেনকে হারিয়ে অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): ইউক্রেনকে হারিয়ে অলিম্পিকের কোয়াটার ফাইনাল নিশ্চিত করল হাভিয়ের মাসচেরানোর শিষ্যরা। শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনকে সরাসরি হারিয়ে আর্জেন্টিনা গ্রুপ রানার্স হয়ে চলে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। মঙ্গলবার রাতে 'বি' গ্রুপের ম্যাচে ইউক্রেনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। জয়সূচক গোল দু''টি করেছেন থিয়াগো আলমাদা ও ক্লদিও এচেভেরি। এদিনের আরেক ম্যাচে ইরাককে ৩-০ গোলে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ আট নিশ্চিত করেছে মরক্কো।ম্যাচের ৭৫ শতাংশ বল দখলে ছিল আর্জেন্টিনা। তবে আর্জেন্টিনার বেশির ভাগ আক্রমণই ইউক্রেনের বক্সে গিয়ে নষ্ট হয়েছে। ফলে বেশি বলে সুযোগ থাকলেও গোল হয়নি। অন্যদিকে ইউক্রেন বলের নিয়ন্ত্রণে পিছিয়ে থাকলেও প্রথমার্ধের শেষ দিকে বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল ইউক্রেনও। কিন্তু ভাঙতে পারেনি আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

কুসাল মেন্ডিসকে সরিয়ে ওয়ানডেতেও শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব পেলেন আসালাঙ্কা

কলম্বো, ৩১ জুলাই (হি.স.): কুসাল মেন্ডিসকে সরিয়ে ওয়ানডেতেও শ্রীলঙ্কার নেতৃত্ব পেলেন আসালাঙ্কা। অর্থাৎ টি-টোয়েন্টির পর পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটেও নেতৃত্ব পেলেন চারিথ আসালাঙ্কা।

আসালাঙ্কাকে অধিনায়ক করে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য মঙ্গলবার রাতে দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড।

শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে দল:চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, আভিশকা ফার্নান্দো, কুসাল মেন্ডিস, সাদিরা সামারাউইক্রামা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, নিশান মাদুশকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ওয়েলালাগে, চামিকা কারুনারাত্নে, মাহিশ থিকশানা, আকিলা দানাঞ্জয়া, দিলশান মাদুশাঙ্কা, মাথিশা পাথিরানা, আসিথা ফার্নান্দো।

কলম্বোয় ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা তিনটি ওয়ানডে খেলবে ২, ৪ ও ৭ আগস্ট।

ভানলাল কিমার হ্যাটট্রিক, নবোদয়কে হারিয়ে জয়ে ফিরলো স্কাইলার্ক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে স্কাইলার্ক। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয়। আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভানলাল কিমার হ্যাটট্রিক। পক্ষান্তরে নবোদয় সংঘের পক্ষে জয় যেন ক্রমশঃ অধরাই থেকে যাচ্ছে। এ নিয়ে টানা চার ম্যাচে পরাজয়। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত বি-ডিভিশন ঘরোয়া ক্লাব লীগের খেলায় ১৩ তম ম্যাচে আজ, বুধবার স্কাইলার্ক ৪-২ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘ কে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে দুই গোলে পিছিয়ে থেকে ফের দুই গোল শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও নবোদয় সংঘ দ্বিতীয়ার্ধে আর তেমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। গোলের শুরু খেলার নয় মিনিটের মাথায়। স্কাইলার্কের ভানলাল কিমার পা থেকে। চার মিনিট বাদে কিমার আরও একটি গোল। তবে তারও ৪ মিনিট বাদে নবোদয়ের কৃষ্ণকিশোর জমাতিয়া একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে আনলে দারুন উৎসাহ পায় সতীর্থরা। পরবর্তী মিনিটেই রকি জমাতিয়া আরেকটি গোল পরিশোধ করে খেলায় ২-২ গোলে সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথমার্ধের পরবর্তী সময়ের খেলা আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটের মাথায় ভানলাল কিমা আরও একটি গোল করলে দলকে ৩-২এ এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হ্যাটট্রিকটিও সেরে নেয়। নবোদয় তা শোধ করার লক্ষ্যে দারুন চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। উপরন্ত খেলার ৭৩ মিনিটের মাথায় স্কাইলার্কের ফিলিসন রিয়াং একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৪-২ হয়। পরবর্তী সময়ের খেলায় দুদলের পারস্পরিক লড়াই চোখে পড়লেও আর কোনও গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। ৪-২ গোলে জয় ছিনিয়ে জয়ে ফিরে স্কাইলার্ক পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে ঘরে ফিরে। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, সুকান্ত দত্ত, তপন কুমার নাথ ও সুপ্রিয়া দাস।

বালকদের জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে ২য় ম্যাচেই গুজরাটে হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখ থুবড়ে ত্রিপুরা দল। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষকে একপ্রকার রুখে দেওয়া সম্ভব হলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই হার স্বীকার ত্রিপুরার। খেলা বালকদের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্ট। আসামের নওগাঁ তে নুরুল আমিন স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে। ২৯ জুলাই প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে দুই দুই গোলে ম্যাচ ড্র করে এক এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল। কিন্তু আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা কিন্তু দুই দুই গোলে সমতা বিরাজ করছিল। ত্রিপুরা দলের পক্ষে অমরজিৎ দেববর্মা দুটি এবং বংলাল রিল হালাম একটি গোল করে। অপরদিকে গুজরাটের কিতামচা তৈজাম দুইটি, বেদান্ত গজার, দীপক সিং ও আলবির সিং একটি করে গোল করে। কিতামচা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। এদিকে টায়ার টু গ্রুপ স্টেজের বি গ্রুপের অপর খেলায় জম্মু-কাশ্মীর ৩-০ গোলের ব্যবধানে উত্তরাখন্ডকে হারিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পক্ষে এটি লাগাতর দ্বিতীয় জয় এবং এই জয়ের সুবাদে জম্মু-কাশ্মীর আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে দুই ম্যাচ থেকে ছয় পয়েন্ট পেয়ে। দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে গুজরাট ৩ পয়েন্ট নিয়ে। ত্রিপুরার ঝুলিতে এ পর্যন্ত এক পয়েন্ট।

অলিম্পিকে বিরল দৃশ্য, দুই জোড়া যমজের লড়াই

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): অলিম্পিকের মতো টুর্নামেন্টে মঙ্গলবার এক বিরল দৃশ্য দেখা গেল। যেখানে দুই জোড়া যমজ একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে লড়াই করেছেন। বিষয়টি একটু অবাক করার মতোই। কোনো এক ইভেন্টে দুই জোড়া যমজের লড়াই দেখাটা দারুন এক ব্যাপার। এমন বিরল ঘটনাই এবারের প্যারিস অলিম্পিকের ব্যাডমিন্টনে ঘটেছে।

মেয়েদের ডাবলসে দুই জোড়া যমজ বোন একে-অপরের বিপক্ষে লড়েছেন। আমেরিকার অ্যানি এবং ক্যারি জুর বিপক্ষে লড়েছেন বুলগেরিয়ার যমজ বোন স্টেফানি ও গ্যাব্রিয়েল স্টোএভা। পোর্তে দে লা চ্যাপেল অ্যারিনায় মঙ্গলবার মুখোমুখি হন তারা।

গ্রুপ পর্বের ম্যাচে অ্যানি এবং ক্যারিকে ২১-১৬, ২১-১২ সেটে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছেন স্টোএভাস বোনদ্বয়। ম্যাচের আগে এক সাক্ষাৎকারে অ্যানি বলেছিলেন, 'এটা খুবই আকর্ষণীয় লড়াই। কারণ যখন অলিম্পিকে দুই জোড়া যমজের প্রতিযোগিতা লোকেরা দেখবে তখন তারা বিস্মিত হবেন।"

অলিম্পিক টেনিস: ডাচদের হারিয়ে নাদাল এবং আলকারাজ কোয়ার্টার ফাইনালে

প্যারিস, ৩১ জুলাই (হি.স.): রাফায়েল নাদাল এবং কার্লোস আলকারাজের স্পেনের স্বপ্নের দল রোল্যান্ড গ্যারোসে ডাচম্যান ট্যালন গ্রিক সপুর এবং ওয়েসলি কুলহফকে ৬-৪,৬-৭,১০-২ -এ হারিয়ে অলিম্পিক পুরুষ টেনিস ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে।

অলিম্পিক সিঙ্গেলসে জোকোভিচের কাছে হেরে যাওয়ার পর ডাবলসে ৩৮ বছর বয়সী নাদাল তার স্বদেশী অলকারাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডাবলসে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন।

কারণ, এই স্প্যানিশ জুটি যার নাম নাদালক্র্যাজ, সুজান লেংলেন অ্যারেনাতে মঙ্গলবার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দিত করেছেন। তারা তাদের স্বর্ণপদকের স্বপ্নকে অক্ষুণ রাখতে তাদের শক্তিশালী ফায়ার পাওয়ারকে একত্রিত করেছিলেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

হাওড়া নদীর পাশে লাগানো হচ্ছে গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: আগরতলা স্মার্ট সিটি ও লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্রিন এর যৌথ উদ্যোগে হাওড়া নদীর তীরে দুই কিলোমিটার এলাকায় গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি ও লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্রিন এর যৌথ উদ্যোগে হাওড়া নদীর পাশে লাগানো হচ্ছে গাছ।দুই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি করা হবে গ্রীন এলাকা। তাকে সামনে রেখে এই পরিকল্পনা আগরতলা স্মার্ট সিটির। জানালেন স্মার্ট সিটির কমিশনার ড:শৈলেশ কুমার যাদব।তিনি জানান পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি এলাকার সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যেই এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন এবং রক্ষা করার জন্য স্থানীয় জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহবান করেছেন তিনি।

মদ বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৩১ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ একটি বেআইনি মদ বোঝাই গাড়ি আটক করতে সক্ষম হয়েছে। গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ বিলিতি মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

দুই মাসের মাথায় নম্বর বিহীন মদ বোঝাই একই বোলেরো গাড়িকে দ্বিতীয়বার আটক করলো কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার ১২০ কার্টুনে ২,২৪০ বোতল বেআইনি বিলাতি মদ। জানা গেছে, এই গাড়িটিকে মাদক পাচারকালে গত ৩১ মে আটক করেছিলো কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। ফের একই গাড়িতে অবৈধ বিলাতি মদ নিয়ে পানিসাগরের দিক থেকে যাচ্ছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে কাঞ্চনপুরের দিকে যাওয়ার সময় শান্তিপুর গোপালপুর থেকে ফিল্মি কায়দায় অভিযান চালিয়ে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। তবে কাউকে আটক করতে পারেনি।

বাম ও কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ব্যবসায়ী বললেন ভগবান দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩১ জুলাই: ত্রিপুরার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে জমে উঠেছে শাসক দলের রাজনৈতিক তৎপরতা। দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করতে কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া বিধানসভায় প্রচারে গতি বাড়ালো শাসক দল। দোরগোড়ায় ত্রিপুরার ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে জোর তৎপরতা ত্রিপুরার গেরুয়া শিবিরে। আগামী আট আগষ্ট গোটা রাজ্যের সাথে কুমারঘাট ব্লক এলাকাতেও আনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন।

আসন্ন ভোট যখন মধ্যগগনে তখন কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া বিধানসভায়ও দলীয় প্রচার কর্মসূচীতে গতি বাড়িয়েছে শাসক দল। গ্রামপঞ্চায়েত, জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি মনোনিত প্রার্থীদের সমর্থনে বিরোধীদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে প্রচারে কয়েকগুন এগিয়ে পদ্ম শিবির।প্রতিদিনই প্রার্থীদের সমর্থনে রাজ্য স্তরীয় নেতৃত্বদের নিয়ে চলছে ভোট প্রচার। ভোটকে নজরে রেখে কুমারঘাট ব্লকের অধীন পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রার্থীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত হলো দলীয় সভা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সাধারন সম্পাদক তথা পাবিয়াছড়া বিধানসভার বিধায়ক ভগবান দাস সহ বিভিন্ন প্রার্থী ও স্থানীয় নেতৃত্বরা। সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বাম কংগ্রেসকে একহাত নিলেন বিধায়ক। তিনি বলেন একসময়ের দুই প্রতিপক্ষ দল এক ছাতার তলায় গিয়েও বহু চেষ্টা করে বিগত নির্বাচনে হারাতে পারেনি বিজেপিকে। ত্রিপুরার রাজনিতি পাহাড়ের উপরই বেশি নির্ভর। আর সেই পাহাড় এখন বিজেপির সঙ্গে রয়েছে।তাই দলের শক্তি বর্তমানে অনেকগুন বেড়েছে বলে দাবী করেন বিধায়ক। বাম-কংগ্রেস দলকে এদিন রাজনৈতিক ব্যাবসায়ী বলেও কটাক্ষ করেন ভগবান দাস। তিনি বলেন রাজ্যের বিরোধী দল নির্বাচনে লড়তে প্রার্থী খুঁজে পায়নি তাই অনেক আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয় হাসিল করেছে বিজেপি। এদিনের সভা থেকে বাকি আসনগুলোতে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করার বার্তা জোরালো করেন নেতৃত্ব।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩১ জুলাই: গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারুতি গাড়ি দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। গতকাল গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গতি চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়ি সংলগ্ন ৮ নং জাতীয় সড়কের ওই দূর্ঘটনায় চালক সহ তিনজন ব্যক্তি আহত হয়েছে। তাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টি আর ০১জি ৩৭৮৩ নম্বরের একটি গাড়ি দূর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিকট শব্দ পেয়ে জাতীয় সড়কের পার্শবর্তী এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। তারাই বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীকে। খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। চালক সহ সর্বমোট তিন জনকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিল।আহতদের নাম জয় শীল(২২) অজয় পাল (২৫) এবং সুদীপ্ত মজুমদার। আরও জানা গিয়েছে, গাড়িটি উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে যাওয়ার সময় চেছুড়িমাই এলাকায় দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে বলে।

বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসক দলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় বিরোধী দল সিপিআইএম ছেড়ে ১২ পরিবারের ২৪ জন ভোটার শাসক দলে যোগদান করেছে। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে দলে বরণ করে নেওয়া হয়।বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে বুধবার বরদোয়ালী মন্ডলে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই যোগদান সভায় সিপিআইএম ত্যাগ করে ১২ পরিবারের ২৪ জন ভোটার বিজেপি দলে সামিল হয়।তাদের বিজেপি তলের পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা ও ২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেট রত্না দত্ত।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে খোয়াই সফরে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ জুলাই:বুধবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ খোয়াই ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে আসেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। এদিন খোয়াই ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে দলীয় নেতৃত্ব এবং সামনের সারির কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক বৈঠকে যোগ দেন তিনি। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, খোয়াই ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি যতীন্দ্র গোপ, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতৃত্ব ননীগোপাল দেবনাথ থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে নিয়ে খোয়াই ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে বৈঠকে যোগ দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা পরবর্তীতে বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় থেকেই আক্রান্ত কংগ্রেস। জায়গায় জায়গায় কংগ্রেস প্রার্থীদের নমিনেশন দিতে বাধা দিয়েছে শাসকদলের দুর্বৃত্তরা। কয়েকটি জায়গায় খোদ আক্রমণের মুখে পড়েছে বিধায়ক সুদিপ রায় বর্মন, কংগ্রেস নেত্রী জারিতা লাইফলাং সহ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে কমিশন। আরক্ষা প্রশাসন থেকে কোন ধরনের সক্রিয় নিরাপত্তা পাওয়া যায়নি। যার কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৩৩৮৩টির উপর মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি কংগ্রেস দল। জেলা পরিষদের ৭৬ টি আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির ৯৮ টি আসনে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৩১ টি আসনে সারা রাজ্যে লড়াই করছে কংগ্রেস। সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করে যাতে প্রার্থীরা লড়াই দিতে পারে সেজন্যেই জায়গায় জায়গায় বৈঠক করা হচ্ছে বলেও জানান শ্রী সাহা।

সমর আঢ্যর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: বুধবার সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মুক্তধারা অডিটোরিয়াম হলে প্রয়াত সিপিআইএম নেতা সমর আঢ্যর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। উপস্থিত সদস্যরা সমর আঢ্য - র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, সমর আঢ্য রাজনৈতিক জীবন বর্তমান রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ দিন সমর আঢ্য - র স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর এর অসময়ে চলে যাওয়া কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এটি যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। শূন্যস্থান পূরণ হয় এটি কালের নিয়ম। তবে সমর আঢ্য - র শূন্যস্থান পূরণ করা সহজ নয়। তিনি যেমন উদ্যোগী ছিলেন তেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তেজী করতে চেয়েছিলেন। জনগণের সেবায় ছিল তার মূল লক্ষ্য। তিনি প্রচারের আলো চাইতেন না। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আন্দোলন ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের মূল্য লক্ষ্য।

২৮ কেজি গাঁজা সহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: আগরতলা রেলস্টেশন থেকে জিআরপি এবং আরপিএফের যৌথভাবে ২৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি তাপস দাস।ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন দিয়ে নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছ। ওই সময় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি করে তাঁর কাছ থেকে ২৮ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পুলিশের জালে কুখ্যাত ৫ চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই: চুরি যাওয়া দুটি বাইক, টমটম সহ পাঁচ জন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে বাইক, টমটম চুরি মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। তাছাড়াও, কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় থেকে বাইক চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।অবশেষে প্রান্তোষ দেব নামে এক অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আগেও মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তার কাছ থেকে দু'টি বাইক এবং টমটম উদ্ধার করা হয়েছে। সে চুরি যাওয়া বাইক এবং টমটম বনকুমীর নাথ পাড়া সংলগ্ন এলাকার জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের আরও চারজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।এদিন তিনি আরও বলেন, তাঁদের থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের আরও নাম উঠে আসবে।

বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিভাবক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ জুলাই: শিক্ষক শিক্ষিকারা হচ্ছেন সমাজের আদর্শ, সমাজ গড়ার কারিগর, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিক নির্দেশক। শিক্ষকেরাই পারেন একটা সুস্থ ও পবিত্র সমাজ গঠন করতে। কাজেই এদিক থেকে একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষিকাকে হতে হবে প্রকৃত জ্ঞান ও আদর্শের অধিকারী যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তার আচরণে অনুপ্রাণিত হয়ে তার আচরণকে অনুকরণ করে।কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যারা সেই আদর্শতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শিক্ষকতার নামে শিক্ষাকে কলঙ্কিত করছেন। এমনই এক অভিযোগ উঠেছে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার মন্টেসরি শিক্ষা নিকেতনের এক শিক্ষিকা দীপশ্রী দাসের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ তিনি মন্টেসরি শিক্ষানিকেতনে পিজিটি হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। কিন্তু বিষয় শিক্ষক হিসেবে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সর্বত্রই তীব্র সমালোচনা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হতে হলে তাকে যে বিষয়টির পড়াবেন সে বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী থাকা দরকার। কিন্তু তার নাকি বিষয় শিক্ষকতার ডিগ্রী নেই অথচ তিনি বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াচ্ছেন বলে জানা গেছে।তার ডিগ্রি নিয়ে অভিভাবক ও বিদ্যালয় এর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে কিভাবে তিনি এলএল বি ডিগ্রী নিয়ে বিষয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াচ্ছেন। এছাড়াও ওই শিক্ষিকার আচরণ এবং ব্যবহার নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ রয়েছে বলে জানা গেছ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষিকার সম্পর্ক শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর সম্পর্ককে তিনি বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে পরিস্থিতিকে বিশৃঙ্খল করার অপচেষ্টা সব সময় করে থাকেন বলে কান পাতলেই শোনা যায়। এমনকি কিছুদিন হয় তিনি বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ওই বিদ্যালয়ের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক বলে পরিচিত একজন শিক্ষককে বিদ্যালয় ছাড়া করতে বাধ্য করেছেন বলে অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জেনেশুনে বিষয় এর উপর মাস্টার ডিগ্রী ছাড়াও এল এল বি ডিগ্রি প্রাপ্ত একজন ব্যক্তিকে বিষয়-শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করলো। আরো জানা যায় এর পূর্বে ওই শিক্ষিকা ধর্মনগর শহরের একাধিক স্কুলে নিযুক্ত হয়েছিলেন অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের মাথায় উনাকে বিদ্যালয়ে ছাড়া করতে বাধ্য হয় ওনার শিক্ষিকা সুলভ আচরণহীনতার কারণে। তার আচরণের চরম ক্ষুব্ধ অবিভাবক সহ ছাত্রছাত্রীরা। সকলেই তাঁর আচরণের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করছেন বলে জানা যায়। এখন দেখার বিষয় মন্টেসরি স্কুল কর্তৃপক্ষ তার এই কার্যকলাপে কি ব্যবস্থা নেয়।

বাল্যবিবাহ রুখতে প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন খোয়াই জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ জুলাই: গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা বাল্যবিবাহের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, যা উদ্বেগের বিষয়: খোয়াই নতুন টাউন হলে একথা বললেন জেলাশাসক। তিনি আরো বলেন, গোটা ভারতবর্ষে যেখানে ১০ শতাংশের নিচে রয়েছে বাল্যবিবাহ, সেখানে ত্রিপুরাতে ৩০ু এর উপরে হচ্ছে বাল্যবিবাহ। খোয়াই জেলাতেও ৩০ শতাংশের উপর হচ্ছে বাল্যবিবাহ।

২০২৪ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোসনা আক্তার রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার পেয়েছে। বালিকা মঞ্চে আপনারা যেকোন বাল্যবিবাহ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জানাতে পারবেন। কোন কোন জায়গায় এই বাল্যবিবাহ নির্যাতনেরও বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এগুলি প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে একত্রিত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যেকোনো মূল্যে বাল্যবিবাহ শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য কাজ করে চলেছে জেলা প্রশাসন। খোয়াই নতুন টাউন হলে আজ দুপুর একটা নাগাদ বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলি বলছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁন্দনী চন্দ্রন। এদিন এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার এসপি রমেশ কুমার যাদব, খোয়াইয়ের মহকুমা শাসক মেঘা জৈন সহ অন্যান্যরা।

বাংলাদেশে ফের শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ সাংবাদিকসহ আহত শতাধিক

গাড়ি ভর্তি ১৪ টি গরু সহ তিনজনকে আটক করলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩১ জুলাই:অবৈধভাবে পাচারের সময় কুমারঘাট থানার পুলিশের হাতে আটক হয়েছে গাড়ি ভর্তি গরু। সঙ্গে আটক করা হয়েছে গাড়ি চালক ও দুই পাচারকারীকে। ঘটনায় গো-রক্ষকদের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন।ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে গো-চোরাচালান রুখে দিলো পুলিশ। পাচারের সময় কুমারঘাট থানার পুলিশ পাকড়াও করলো গাড়ি ভর্তি ১৪টি গরু। ঘটনা বুধবার কুমারঘাটের ৯১ মাইল এলাকায়। এদিন পুলিশি নাকাতে সন্দেহমূলকভাবে টিআর -০২- এল - ১৬৬৪ নম্বরের একটি মালবাহী গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়ীর পেছনে নজর পড়তেই রীতিমতো চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়পুলিশের। ছোট্ট ঐ গাড়িতে অমানবিকভাবে বোঝাই করা ছিলো একসাথে ১৪ টি গরু।পরে গরু সহ গাড়ীর নথিপত্র দেখতে চাইলে গাড়ীতে থাকা চালক সহ অন্যরা কেউই এর কোন বৈধ নথি পুলিশকে দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন কুমারঘাট থানার ওসি শঙ্কর সাহা।

তিনি জানান পাচারকারীদের তথ্য অনুযায়ী উত্তর জেলার রামনগর থেকে ফটিকরায়ের জনৈক গরু ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো গরুগুলি। এই ঘটনায় সুনিদৃষ্ট ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে গাড়ী চালক রঞ্জন মিঞা সহ সাবিন উদ্দীন ও নজিব আলী নামে দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। সেইসাথে বাজেয়াপ্ত গরুগুলিকে গোশালাতে পাঠায় পুলিশ।উল্লেখ্য, গরুগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন কোন বৈধ কাগজ ছিলোনা পাচারকারীদের কাছে তেমনি চূড়ান্ত অমানবিকভাবে গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো গরুগুলিকে। ছোট্ট গাড়ীতে সঠিকমতো যেমন দাঁড়াতে পারছিলোনা সেই অবলা প্রানীগুলো তেমনি তাদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী গাড়ীতে ছিলোনা কোন খাবার এবং জলের ব্যাবস্থাও। এই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে কুমারঘাট থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত এভাবে গাড়ি বোঝাই করেই বৈধ কিংবা অবৈধ পন্থায় অমানবিকভাবে অহরহ চলছে গো-চালানের ঘটনা। ত্রিপুরায় ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ঠিক এভাবেই অমানবিকভাবে গো-চোরাচালান রুখতে ত্রিপুরার তৎকালীন মিসকল বাবা সহ একদল গো-দরদীদের রাস্তায় নেমে গর্জে উঠতে দেখা গিয়েছিলো এসবের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিধানসভা ভোটের পর তাদের সেই তৎপরতা আর চোখে পড়েনা রাজ্যের মানুষের। আর সেই সুযোগে আবারো অবহেলার শিকার হচ্ছে হিন্দু ধর্মে কথিক গো-মাতারা।

নয়াদিল্লিতে শেষ হল বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে শেষ হল বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি অর্থাৎ ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম ঐতিহাসিক বৈঠকঊ ভারতে প্রথম বারের মত আয়োজিত এই বৈঠকটি বিশ্বের ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন দিক দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হলঊ মর্যাদাপূর্ণ এই বৈঠকের সমাপ্তি হয় মঙ্গলবারঊ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত, ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টারের চেয়ারম্যান বিশাল ভি. শর্মা, ইউনেস্কোর ওয়ার্ল হেরিটেজ সেন্টারের ডিরেক্টর ল্যাজারে এলাউন্দ অ্যাসোম সহ অন্যরা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত এই কর্মসূচির আয়োজন দ্রুততার সঙ্গে করার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রশংসা করেন। ভারতের লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লোকশিল্পের উদযাপনে 'পরি' (পি.এ.আর.আই.—পাবলিক আর্ট অফ ইন্ডিয়া) প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সংস্কৃতি মন্ত্রকের তিনি প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে 'পরি'র ক্যাটালগের উদ্বোধন করা হয়ঊ এই ক্যাটালগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা জাতীয় রাজধানী দিল্লি জুড়ে যে বিভিন্ন শিল্পকর্ম এবং স্থাপনায় তাঁদের শিল্পকে চিত্রায়িত করেছেন, সেগুলো প্রদর্শিত হয়েছে।

ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম বৈঠক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউনেস্কোর মহানির্দেশক মিঃ অড্রে আজৌলে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি অর্থাৎ ওয়ার্ল হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম ঐতিহাসিক বৈঠকের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মূল ভাষণে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতের গভীর সংযোগ এবং বিশ্বজুড়ে যে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলছে, তাতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। তিনি সুস্থায়ী উন্নয়নের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখেই ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও প্রসারে ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে 'বিকাশ ভি বিরাসত ভি' (উন্নয়নও এবং ঐতিহ্যও)-র বিষয়টিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ঊ যা ঐতিহ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিকাশকে সমর্থন করার পাশাপাশি অতীতকেও সম্মান করে।

প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেনঊ তিনি বিশেষ সফর এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অন্বেষণ করতে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান। এই বৈঠকের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্বের ২৪টি নতুন স্থানের অনুমোদন। যেগুলোর মধ্যে আসামের আহোম রাজবংশের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র মৈদাম তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্য স্বীকৃত ও সংযুক্ত হয়েছে। এই সংযোজনে ফলে ভারতে মোট বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩টি হলঊ যা দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকেই প্রদর্শিত করে। বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি তাদের তালিকায় থাকা বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান, বিশেষ করে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত, সেগুলোর বর্তমান অবস্থাও পর্যালোচনা করে। সেই স্থানগুলোর সংরক্ষণের অবস্থা এবং তাদের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ নিয়ে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঊ যা এইসব অমূল্য সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আন্তর্জাতিক কমিটির নিরন্তর নিবেদনকেই প্রতিফলিত করে। মূল আলোচনার পাশাপাশি এই বৈঠকে ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য বিভিন্ন অনুরোধের উপর আলোকপাত করা হয়। যেখানে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রকে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সংরক্ষণ প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করতে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত। বৈঠকে ঐতিহ্যের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে নিবেদিত বেশ কয়েকটি ফোরাম ছিল। এর মধ্যে আছে 'ইয়ং প্রফেশনালস ফোরাম' এবং 'ওয়ার্ল হেরিটেজ সাইট ম্যানেজার'স ফোরাম'। যেগুলো উদীয়মান পেশাদার এবং অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকদের মধ্যে জ্ঞানের বিনিময় এবং সর্বোত্তম অনুশীলন নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্চ প্রদান করে। মূল বৈঠকের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান। যার মধ্য দিয়ে ভারতের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের রূপরেখা প্রদর্শিত হয়ঊ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল বিদেশ থেকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বিভিন্ন শিল্পকর্ম, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রদর্শন। যা অংশ গ্রহণকারী প্রতিনিধিদের ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটের উপর একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।